NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ সেবির প্রাক্তন প্রধানকে রক্ষাকবচ দিল বম্বে হাইকোর্ট

মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিলের সম্ভাবনা আমেরিকার ৭

কলকাতা ৫ মার্চ ২০২৫ ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.03.2025, Vol.18, Issue No. 263 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপের বদলা, অসি বধ করে ফাইনালে ভারত

৯৮ বলে ৮৪ রানের বিরাট ইনিংস কোহলির।

দুবাই, ৪ মার্চ: ১৯ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ৪ মার্চ ২০২৫। ঠিক ৪৭১ দিন পর বদলা নিল ভারত। এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে সেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েই ফাইনালে উঠল ভারত। দুবাইয়ের মাঠে শেষ হাসি হাসলেন রোহিত শর্মারা। ১১ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে জিতলেন তাঁরা। বল হাতে মহম্মদ শামি ও বরুণ চক্রবর্তী যে কাজ শুরু করেছিলেন তা শেষ করলেন বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ারেরা। আরও এক বার কোহলি দেখালেন, তিনি বড় ম্যাচের ক্রিকেটার। পাকিস্তানের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও ম্যাচ জেতানো ইনিংস এল কোহলির ব্যাট থেকে। চেজমাস্টারের ভূমিকায় কোহলির উপর কেন সকলে চোখ বন্ধ করে ভরসা করে তা দেখিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার।

টার্গেট ২৬৫। দুবাইয়ে স্লো টার্নারে কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। শুরুটাও খারাপ হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। ৩০ রানে প্রথম উইকেট। ৪৩ রানে অধিনায়ক রোহিত শর্মার বিদায়। অতএব পাহাড়প্রমাণ চাপ। সেই চাপের মুখে আবারও নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে লড়াই শুরু করলেন বিরাট। প্রথমে সঙ্গী শ্রেয়স আইয়ার। শ্রেয়স-কোহলির ৯০ রানের জুটি ম্যাচে ফেরাল ভারতকে। ৪৫ রানে শ্রেয়স আচমকাই আউট হয়ে গেলেন। তারপর আবার যখন জুটি বাঁধা একান্তই দরকার। এবার অক্ষরকে সঙ্গী করলেন বিরাট। ৪৪ রানের একটা দ্রুতগতির জুটি। এদিকে বিরাটের অর্ধশতরান পেরিয়েছে। অক্ষর আউট হওয়ার পর রাহুলকে নিয়ে ফের জুটি বাঁধেন তিনি। দলের স্কোর ২২৫ রান পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন তিনি। ৯৮ বলে ৮৪ রানের ইনিংস খেলে কোহলি যখন ফিরলেন, তখন দলের জয়ে বিশেষ সংশয় ছিল না। বাকি কাজটুকু করে দিলেন কেএল রাহুল এবং হার্দিক পাণ্ডিয়া।

অস্ট্রেলিয়া ২৬৪ (স্মিথ ৭৩, কেরি ৬১, শামি ৩-৪৮)
ভারত ২৬৭-৬ (কোহলি ৮৪, শ্রেয়স আইয়ার ৪৫)
ভারত ৪ উইকেটে জয়ী।

গুণমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হতে পারল না ১৪৫ টি ওষুধ

তালিকায় রয়েছে প্যারাসিটামল থেকে অ্যান্টি বায়োটিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: হৃদরোগের ওষুধ থেকে রক্তচাপ কমানোর ওষুধ। তালিকায় রয়েছে জ্বর-সর্দি বাগে আনার প্যারাসিটামলও। গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় ডাহা ফেল করল বিভিন্ন সংস্থার ১৪৫টি ওষুধ। এগুলির মধ্যে ৫২টি ওষুধ কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে। আর বিভিন্ন রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের পরীক্ষায় ফেল করেছে এ দেশে বহুল ব্যবহৃত ৯৩টি ওষুধ। কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগে ল্যাবরেটরিতেও বেশ কয়েকটি ওষুধের গুণমান যাচাই করা হয়েছে।

জানুয়ারি মাসে গোটা দেশে বিভিন্ন ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলির গুণমান যাচাই করে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। প্রত্যেক রাজ্যের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবেও ওষুধের গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষা হয়। জানুয়ারি মাসে এই ১৪৫টি ওষুধকে 'নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি' বা 'সঠিক গুণমানের নয়' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

এই ১৪৫টি ওষুধের মধ্যে রয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি ১৬টি ব্যাচের রিঙ্গার্স ল্যাকটেট এবং অন্যান্য স্যালাইনও। বাকি ওষুধগুলি তৈরি হয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। নামী সংস্থার তৈরি বেশ কয়েকটি ওষুধও আছে এই তালিকায়।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের মেডিক্যাল কলেজে ছ'জন প্রসূতিকে 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি একটি বিশেষ ব্যাচ (২৩৯৬) নম্বরের স্যালাইন দেওয়ার পরে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে এক জনের পরে মৃত্যুও হয়। এর পরেই জানা যায়, স্যালাইনের গুণমান বজায় রাখা এবং জীবাণুমুক্ত করার যে প্রক্রিয়া, তাতে ওই নির্দিষ্ট ব্যাচের স্যালাইনটি উতরোয়নি। সে কথা জানিয়েছিল সেন্ট্রাল ড্রাগ কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন নামে ওই রাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তাঁরা ওই সংস্থার ওই ব্যাচের স্যালাইন তৈরির কাজ স্থগিত রাখতেও বলে। কিন্তু তার পরেও সেই স্যালাইন এসে পৌঁছয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে।

আম্বানি-পুত্রের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী মোদির

আমদাবাদ, ৪ মার্চ: মুকেশ আম্বানির কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানির বন্যপ্রাণী উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্র 'বনতারা' উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরো বনতারা এলাকা ঘুরেও দেখেন তিনি। সময় কাটান বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে।

গুজরাতের জামনগরে অবস্থিত 'বনতারা' দু'হাজারেরও বেশি প্রজাতির প্রাণীর আশ্রয়স্থল। দেড় লক্ষেরও বেশি প্রাণী রয়েছে বনতারায়, যার মধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করা এবং বিপন্ন প্রাণীরাও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন মঙ্গলবার। বনতারার বন্যপ্রাণী হাসপাতাল এবং পশুচিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে প্রাণীদের শুশ্রূষার জন্য এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আইসিইউ-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে বন্যপ্রাণীদের জন্য অ্যানাস্থেশিয়া, কার্ডিয়োলজি, নেফ্রোলজি, এন্ডোস্কোপি, দন্ত্যচিকিৎসার ব্যবস্থা। সে সবই ঘুরে দেখেন মোদি। তিনি যখন হাসপাতালের এমআরআই

কক্ষ পরিদর্শন করেন, তখন সেখানে একটি এশিয় সিংহের চিকিৎসা চলছিল। অস্ত্রোপচার চলছিল দুর্ঘটনার কবলে পড়া একটি চিতাবাঘেরও।

বনতারায় বেশ কয়েকটি প্রাণীকে খাবার খাওয়ান প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাদের মধ্যে ছিল এশিয় সিংহের শাবক, সাদা সিংহের শাবক, চিতাবাঘের শাবক। প্রধানমন্ত্রী মোদি সাদা সিংহের যে শাবকটিকে খাওয়ান, তার জন্ম বনতারাতেই। ভারতে একসময় প্রচুর পরিমাণে কারাকাল বনবিড়াল পাওয়া যেত। কিন্তু এখন ভারতে তারা বিরল। বনতারায় সেই কারাকালদের সংরক্ষণ এবং প্রজননের ব্যবস্থা রয়েছে। কয়েকটি কারাকাল শাবককেও খাওয়ান মোদি। বনতারায় বেশ কয়েকটি হিংস্র বন্যপ্রাণীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ছবিও তোলান। এর মধ্যে সোনালি বাঘ এবং চারটি তুষারচিতা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, জলহস্তী, কুমির, জেব্রা, জিরাফ, একশৃঙ্গ গন্ডার, অজগর, দু'টি মাথা যুক্ত বিরল সাপ এবং কচ্ছপের আবাসস্থল ঘুরে দেখেন তিনি।

বনতারায় হাতিদের জন্য বিশেষ একটি হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। সেটিও ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বেশ কয়েকটি তোতাপাখিকে মুক্তি দেন। কথা বলেন বনতারার কর্মী এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে। তাঁর বনতারা সফরের ছবি ইতিমধ্যেই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি সেই পোস্টে লিখেছেন, 'বনতারা নামে একটি অনন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, উদ্ধার এবং পুনর্বাসন উদ্যোগের উদ্বোধন করেছি। এই কেন্দ্র পরিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং বন্যপ্রাণীদের কল্যাণের পাশাপাশি প্রাণীদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। এই অত্যন্ত সহানুভূতিশীল প্রচেষ্টার জন্য আমি অনন্ত আম্বানি এবং তাঁর পুরো দলের প্রশংসা করি।'

ট্যাংরাকাণ্ডের ছায়া এবার হালতুতে

স্বামী, স্ত্রী ও শিশুসন্তানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাংরাকাণ্ডের ছায়া এবার হালতুতে। একই পরিবারের তিন সদস্যের দেহ উদ্ধার! আবার কলকাতায় তিন জনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বাঁধছে। মঙ্গলবার কসবার হালতুর একটি বাড়ি থেকে স্বামী, স্ত্রী এবং তাঁদের আড়াই বছরের পুত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে কসবা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার হালতুর পূর্বপল্লি এলাকার একটি বাড়ি থেকে তিন জনের দেহ উদ্ধার হয়। ওই বাড়িতে সপরিবার থাকতেন ৪০ বছর বয়সি সোমনাথ রায়। তিনি পেশায় অটোচালক। সোমনাথ ছাড়াও ওই বাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা (৩৫) এবং আড়াই বছরের পুত্র রুদ্রনীল। মঙ্গলবার এই তিন জনকেই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় নিজেদের বাড়িতে।

আড়াই বছরের পুত্রের দেহ নিজের সঙ্গে বেঁধেছেন। তার পরে নিজেও গলায় দড়ি দিয়েছেন ৪০ বছরের সোমনাথ রায়। গলায় দড়ি দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী, ৩৫ বছরের সুমিত্রা রায়ও। কেন এই চরম পদক্ষেপ করলেন কসবার হালতুর দম্পতি? সুমিত্রার আত্মীয়দের দাবি, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের কারণেই শিশুসন্তানকে নিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বাবা-মা। ঘরের দেওয়ালে লেখা সুইসাইড নোটও সেই ইঙ্গিতই করছে। সেখানেও সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার কথা উল্লেখ করা রয়েছে। যাঁদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, সোমনাথের সেই মামা, মামি এবং মাসিকে আটক করে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তাদের বৈজ্ঞানিক দলের সদস্যেরা (সায়েন্টিফিক উইং) এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কসবায় সোমনাথের বাড়িতে আসেন স্থানীয় বিধায়ক জাভেদ খানও।

ঘটনার খবর পেয়ে হালতুর বাড়িতে পৌঁছয় কসবা থানার পুলিশ।

দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কী কারণে মৃত্যু তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। মৃতদের ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে। যদিও সেই নোটে কী লেখা আছে তা এখনও জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে, সোমনাথ আর্থিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সেই চাপ থেকেই পরিবারকে নিয়ে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেন। যদিও এই মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের অন্যদের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। কথা বলছেন স্থানীয়দের সঙ্গেও। এক আত্মীয়ের দাবি, এক আত্মীয়ের সঙ্গে সোমনাথদের সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা চলছিল। এই মৃত্যুর নেপথ্যে সেই অশান্তির কারণও রয়েছে কি না, তা-ও দেখছে পুলিশ।

কসবাকাণ্ডে ট্যাংরার ঘটনার ছায়া থাকলেও কারণ এক নয় বলে দাবি করেছেন সুমিত্রার বাপের বাড়ির লোকজন। তাঁদের দাবি, সম্পত্তির কারণেই আত্মহত্যা করেছেন স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গে নিয়েছেন সন্তানকেও। সুমিত্রার বাবা হাউহাউ করে কেঁদে বলেন, 'অনেক বার বলেছিলাম জায়গা বিক্রি করে দিয়ে চলে আয়। কোনও বাড়িতে গিয়ে ভাড়া থাক। শোনেনি।' বৃদ্ধের কথায়, 'সোমনাথের বাবা-মা থাকার জন্য জমি দিয়ে গিয়েছিলেন। মামা-মামি এসে দাবি করেন, ওই জমি ভাগ করতে হবে। তিন-চার বছর ধরে মেয়ে-জামাইয়ের উপর অত্যাচার করত মামা-মামি।' বৃদ্ধ জানালেন, তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। জামাই অটো চালাতেন। সে সবই লোকে সহ্য করতে পারেননি। তাঁর কথায়, 'ওদের ভালবাসা দেখে লোকে সহ্য করতে পারেনি।' তিনি জানিয়েছেন, গত রবিবার, মেয়ে-জামাই নৈহাটির বড়মার মন্দিরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে তাঁর বাড়িতে প্রসাদও দিয়ে আসেন। সুমিত্রার দিদি দাবি করে বলেন, 'জমির জন্য আমার বোন, বোনের ছেলেকে মেরেছে। অনেক দিন ধরে ঝামেলা।'

সুমিত্রার পরিবার সোমনাথের মামা-মামির দিকে আঙুল তুললেও স্থানীয়দের একাংশ আবার দাবি করেছেন, তাঁর বাড়িতে পাওনাদারও আসত। তাঁরা শুনেছেন, তবে দেখে ননি। এক প্রতিবেশী শ্যামলী দাস বলেন, 'আমি শুনেছি পাওনাদারেরা আসত। এই কথা ওঁর মামাই বলেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, পাওনাদার এসে টাকা চাইতেন।' শ্যামলীর আরও দাবি, সোমনাথ মাঝেমধ্যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললেও সুমিত্রা কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। শিশুটিকেও পাড়ার কারও সঙ্গে মিশতে দিতেন না। তিনি জানিয়েছেন, সোমনাথের মামা-মামি কলকাতা পুলিশে চাকরি করেন। তাঁর মাসি পেনশনভোগী। তিনি সোমনাথের কাছেই থাকতেন। সোমনাথ মাসির পেনশন নিতেন এবং তাঁকে দেখাশোনা করতেন। তাঁর নিজের অটো ছিল। তবে নিজে তিনি সেই অটো চালাতেন না। চালানোর জন্য লোক নিয়োগ করেছিলেন। সারা দিন সোমনাথ ঘরেই থাকতেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

যাদবপুরের আঁচ কল্যাণীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপর হামলার প্রতিবাদ করছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। তার মাঝেই এসএফআইয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল নদিয়ার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার দুই পক্ষের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে জখম হলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। আহত দুই দলেরই বেশ কয়েক জন কর্মী এবং সমর্থক। পরিস্থিতি এমন হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

স্তন্যপান নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যকে সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: শিশুদের স্তন্যপান করান এমন মায়েদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের পর্যবেক্ষণ, স্তন্যপান মা এবং সদ্যোজাত শিশুর ভাল থাকা এবং স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। তাই প্রকাশ্যে স্তন্যপান করানোর বিষয়টিকে নেতিবাচক ভাবে না নেওয়ার উপরে জোর দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এ ক্ষেত্রে নাগরিকদেরই ভূমিকা নিতে হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি 'মাতৃ স্পর্শ' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে। সংস্থাটির তরফে আদালতের কাছে আর্জি জানানো হয় যে, রাষ্ট্র স্তাঘাটে স্তন্যপান করানোর জন্য আলাদা কক্ষ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হোক। এই মামলার শুনানি গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হলেও, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশটি সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে।

ফোন করে আহত ইন্দ্রানুজের খবর নিলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার যাদবপুরের অশান্তির মাঝে শিক্ষামন্ত্রীর 'গাড়ির ধাক্কায়' আহত হয়েছিলেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রথমবর্ষের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়। বলা চলে, সেই দিন ছাত্রভোটের দাবি জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বাম ও অতিবাম ছাত্র সংগঠনের পড়ুয়ারা প্রতিবাদে নামলেও ইন্দ্রানুজ হয়ে ওঠেন তুঙ্গ পরিস্থিতি সূচনার মাধ্যম। তারপর থেকে গঙ্গা হয়ে বয়ে গিয়েছে কত জল। যাদবপুর দেখেছে, বিক্ষোভ-পাল্টা বিক্ষোভ, আঘাত-প্রত্যাঘাত।

এখন জট কাটিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা শিথিল। নিজেদের তরফ থেকে মিটিং, মিছিল নামিয়ে শাসকদলের বিরোধিতায় বামেরা সরব হলেও, পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতেই কৌশলী পদক্ষেপ নিচ্ছে তৃণমূল শিবির। আর কৌশলী আবহেই আবার ইন্দ্রানুজের বাবাকে ফোন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

যাদবপুর-কাণ্ড

ফোনালাপে ইন্দ্রানুজের সঙ্গে দেখা করারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী, দাবি আহতের বাবার। তাঁর কথায়, 'ইন্দ্রানুজ তাঁর কাছে সন্তানসম। এই ঘটনায় উনি এবং ওনার মিসেসও খুব কষ্ট পেয়েছেন বলেই জানালেন। পাশাপাশি, ইন্দ্রানুজ সুস্থ হলে, উনি আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করে যাবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইন্দ্রানুজের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর গুলি নিয়ে উনি ভেবে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।'

এদিন শিক্ষামন্ত্রীর 'শিষ্টাচার' দেখে খুশি ইন্দ্রানুজের বাবা। তার পাশাপাশি তিনি ইঙ্গিতও দেন যে, 'শিষ্টাচার দেখে ভাল লেগেছে। তবে এটা আই ওয়াশ কিনা জানি না কারণ এত বড় একটা আন্দোলন চলছে, সেই জন্যও হতে পারে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Sekhar Kumar Ghosh S/o. Adhir Kumar Ghosh ও Sekhar Kr. Ghosh S/o. Lt. A. Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Anindya Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manik Lal Saha ও Manik Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Ibrahim Mallik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Kader Mallik ও K. Mallik উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭২৫ নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Shaw S/o. Gopal Shaw ও Amit Shaw S/o. G. Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৩ নং এফিডেভিট বলে Indrajit Das S/o. Binay Das ও Indrajit Das S/o. Lt. B. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে Sunita Devi W/o. Promod Singh ও Babita Singh W/o. Promod Singh সাং সুকান্তপল্লী, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Bikram Singh.

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Bidyut Banerjee & Amit Banerjee & Amit B. Banerjee S/o. Bidyut Kumar Banerjee R/o. Akshay Nilayam, 75 Tewaripara Lane, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Raunak Banerjee ও আমার কন্যা Shriya Banerjee, আমার স্ত্রী Nabamita Banerjee.

নাম-পদবী

গত ০৩/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৭২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Soma Chakrabarty (old name) W/o. Mangal Chakraborty, R/o. Rabindranagar Paschimpara, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Soma Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Soma Chakrabarty & Soma Chakraborty W/o. Mangal Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৭২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Kamala Chakrabarty (old name) W/o. Sukumar Chakraborty, R/o. Rabindranagar Paschimpara, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kamola Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Kamala Chakrabarty & Kamola Chakraborty W/o. Sukumar Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Mangal Chakraborty.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই মার্চ। ২০ শে ফাল্গুন, ষষ্ঠী তিথি, বুধবার। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধূরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, **Kirit V Shah** S/o, Late Vrajlal alias Vrajlal Laxmichand Shah R/o, Lansdowne Court, 5B, Sarat Bose Road, L. R. Sarani, Kolkata - 700020, WB do hereby solemnly affirm and declare that my actual & correct name is Kirit V Shah which is duly recorded in my Aadhaar & PAN Card. But inadvertently my name has been recorded as Kirit Shah in my Passport & Voter Card. That **Kirit V Shah** and **Kirit Shah** is the same and one identical person vide Affidavit No. 82 dated 01.03.2025 before the LD 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata.

DECLARATION

I, BHASKAR DUTTA S/O Chittaranjan Dutta residing at Puratan Bazar, P.S.-Diamond Harbour, PIN-743331, Dist-South 24 Parganas, WB do hereby declare vide affidavit No. 13789 filed in the court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated 19.02.2025 that I have married Anora Bibi D/O Golam Moulia Laskar and after that I have changed my religion and name as Hakim Ali Molla. From our marriage, one male child namely Alamin Molla was born and it is recorded in his Aadhar Card. But after sometime, I along with my wife and only son have changed our religion as Hindu after performing all necessary rituals and have changed my actual name as Bhaskar Dutta, my Wife as Papiya Dutta and Son as Ronit Dutta. On the strength of this affidavit, the name of my wife should be recognised and recorded as Papiya Dutta and Son's as Ronit Dutta to avoid any complications in future.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মোসলেমা বিবি ওরফে মোসাম্মত মোসলেমা খাতুন স্বামী সেখ আমানুল হক সাকিম ক্ষীরকুণ্ডী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়া বিগত ইং ০৫/১২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6601/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**সামিম আখতার**, পিতা নাসির আহমেদ সাকিম ২৪, আর.বি.এস. রোড, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1549/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **আসগার আলী** পিতা সৈয়দ আলী সাকিম ১০/২৭৫ এন.বি. লাইন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২ মহাশয়কে ২ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা ক্ষীরকুণ্ডী, ১০১ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫১৪ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ২৩১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৬ শতক তন্মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **আসগার আলী** পিতা সৈয়দ আলী তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সামিম আখতার**
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা পত্র

আশা পাঠক পিতা স্বর্গীয় ত্রিবিক্রম পাঠক সাং রামচন্দ্রপুর, পোঃ ও থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া। হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকের অর্ন্তগত, জে.এল নং ৩১, মৌজা রামচন্দ্রপুর, হাল (এল.আর) খতিয়ান নং ১৮০০ ও ১৮০৩ এর অর্ন্তভুক্ত হাল (এল.আর) ৩১২ দাগের ৫.৫ শতক ও ০.৯১৩ শতক ডাঙ্গা সম্পত্তি গত ইং ২৭.০৭.২০২১ তারিখে D.S.R-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV নং বহির ০৫১৩-২০২১ ভল্যুমের ১২৭৬০ নং পাতা হইতে ১২৭৮২ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ০৫১৩০০৫২৭/২০২১ নং আমমোক্তার দলিল ও গত ইং ২৭.০৭.২০২১ তারিখে D.S.R-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV নং বহির ০৫১৩-২০২১ ভল্যুমের ১২৭৮৩ নং পাতা হইতে ১২৭৯৭ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ০৫১৩০০৫২৮/২০২১ নং আমমোক্তার বলে মূল মালিক ১) শ্রী রতন কুমার লাহা ২) শ্রীমত্যা আরতী লাহা উভয়ের পিতা স্বর্গীয় নিতাই চরন লাহা ৩) শ্রীমত্যা নিয়তী লাহা স্বামী স্বর্গীয় সুনীল কুমার লাহা ৪) শ্রী সৌমিত্র লাহা পিতা স্বর্গীয় সুনীল কুমার লাহা সকলের সাং রামচন্দ্রপুর, পোঃ ও থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। এমতাবস্থায় নিযুক্ত আমমোক্তার উপরি বর্ণিত ৩.৯৭ শতক ও ০.৯১৩ শতক সম্পত্তি শ্রী কৌশিক সামন্ত পিতা স্বর্গীয় সত্যভূষন সামন্ত সাং সাঁকরাইল, পোঃ ও থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়ামহাশয়ের নিকট হইতে ০৫.০৭.২০২৪ তারিখে A.D.S.R রানিহাটী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ভল্যুমে ০৫০৩-২০২৪ নম্বরে পাতা ৮৬৯৪৭ হইতে ৮৬৯৬৬ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ০৫০৩০৩৭৯৯/২০২৪ নং দলিল দ্বারা বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে B.L & L.R.O সাঁকরাইল অফিসে উক্ত সম্পত্তির মিউটেশনের জন্য আবেদন করা হয়েছে।উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সাঁকরাইল B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

ABDUL HALIM LASKAR, Advocate
Howrah Judges' Court, Mob. 8240905220

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)মহম্মদ সোহেব, ২)মহম্মদ সোহেল, ৩)মহম্মদ জনিদ সকলের পিতা মহম্মদ ওমর, ১নং এর সাকিম বাজারপাড়া রেল কোয়ার্টার, ব্যান্ডেল বাজার সংলগ্ন এলাকা, নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, ২নং এর সাকিম বাজারপাড়া রেল কোয়ার্টার, ব্যান্ডেল বাজার সংলগ্ন এলাকা, দেবানন্দপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়গণ বিগত ইং ২৮/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৬৬০৯/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মহঃ জৈনুল** পিতা মহঃ সফিক সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1415/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)তাজু বিবি** স্বামী মহঃ আক্রাম, **২)মহঃ আক্রাম** পিতা মরহুম মহঃ কিসমত, উভয়ের সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়/মহাশয়াগণকে ৩.৩১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, ৪৩ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩০৮৯, ৩০৮৬ ও ৩০৮৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৪৪১ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ২০ শতকের মধ্যে ১৯.২ শতক তন্মধ্যে ০২ কাঠা বা ৩.৩১ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)তাজু বিবি** স্বামী মহঃ আক্রাম, **২)মহঃ আক্রাম** পিতা মরহুম মহঃ কিসমত, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মহঃ জৈনুল**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা ভাগীরথী ঘোষ স্বামী ৺কাশিনাথ ঘোষ, সাকিম রামনগর, তালবোনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, **২)শ্রীমতী ছন্দা ঘোষ** স্বামী শ্রী বিকাশ ঘোষ পিতা ৺কাশিনাথ ঘোষ সাকিম বৈদ্যপুর, কালনা, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১২২, ও **৩)শ্রীমতী তন্দ্রা ঘোষ** স্বামী শ্রী সুধাংশু শেখর ঘোষ পিতা ৺কাশিনাথ ঘোষ, সাকিম রামনগর, তালবোনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, হাল সাকিম দীঘা, দ্বারবাসিনী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৭/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস. আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-280/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী কমলেশ ঘোষ** পিতা ৺কাশিনাথ ঘোষ, সাকিম রামনগর, তালবোনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, হাল সাকিম গহমী, রায়জামনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-732/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শুভাশিষ ঘোষ** পিতা শ্রী রবি ঘোষ সাকিম গ্রামগোহাল, দাবড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ১৯ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গাঁগোয়াল, ৫৬ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ৮৫৬ তথা হাল ৯৮৯ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৩৬ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১৮ শতক এবং ১১৮০ নং খতিয়ানে, সাবেক ১০২৪ তথা হাল ৪১৯ নং দাগে পুকুর, প্রকাশ্য রাঙ্গা দেওলে পুকুর ষোল আনায় ৬১ শতকের মধ্যে ০.০১৮৮ অংশে ০১ শতক, একুনে মোট ১৯ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী শুভাশিষ ঘোষ** পিতা শ্রী রবি ঘোষ তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী কমলেশ ঘোষ**
আমমোক্তার

দলিল হারানোর নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল বিক্রয় দলিল নং ৭০৬৪ তারিখ ০৩.০৯.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমীপে, সম্পত্তি অবস্থিত জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৩, আরএস দাগ নং ১২২, কলকাতা : ৭০০০৮২। জমির এরিয়া কমবেশি ২ কাঠা এবং তদস্থিত ১০০ বর্গফুট অস্থায়ী নির্মাণ স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর গায়েন, পিতা প্রয়াত জন গায়েন এর নিজ হেফাজত থেকে ০১.০৩.২০২৫ তারিখে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে টালিগঞ্জ থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৪৭ দায়ের করেছেন। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট স্বত্ব দলিল পেয়ে থাকলে নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/-
দিলীপ হালদার
মোবাইল : ৯০০৭৯৫০৮৩৪

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মহম্মদ আব্দুল সেলিম, পিতা আহম্মদ আলি, সাং ও পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া এলাকাধীন ১৩ নং মোল্লাপাড়া মৌজায় ৩৬৩, ৭৩৭, ৩৮৭২, ৩৮৭৩ নং এল.আর খতিয়ান ৫১৩ নং দাগে ১৯ শতক সম্পত্তি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০২.০৯. ২০২১ তারিখে A.D.S.R নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২১৭৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে সাং মোল্লাপাড়া, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া নিবাসী ১) জামছেদ সেখ @ জামছেদ আলি সেখ ২) সামসের সেখ @ সামসের আলি সেখ উভয়ের পিতা মৃত নবুরালী সেখ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া অতপরঃ উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৭/০১/২০২২ তারিখে A.D.S.R নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৭৬ নং দলিলমুলে ১)আজেহার সেখ ২) মোজাহার সেখ ৩) রহম আলি সেখ সকলের পিতা মৃত ইছাহক সেখ, সাং মোল্লাপাড়া, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া এর পক্ষে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা সম্পত্তির নাম পরিবর্তন করিবেন। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অতিসত্বর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) গোপা মল্লিক, স্বামী – সুকুমার মল্লিক, সাং – ছোটবাজার, পোষ্ট ও থানা – মেদিনীপুর, জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর, **২) জ্যোৎস্না জানা**, স্বামী – দীপক জানা, সাং – কৌশল্লা, পোষ্ট ও থানা – খড়গপুর, জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর, উভয়ে গত ইংরাজী – ১২/১২/২০২৪ তারিখে ডিস্ট্রিক সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে ০১ নং বহির ১০০২০৮৬৩৮ ও ১০০২০৮৬৪৪ নং দুই খানি আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা অনুযায়ী **তপশীল** জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা – কাদড়া, জে.এল নং – ৮৬৭, L.R খতিয়ান নং ২৩৬৮ এবং ২৩৬৬, R.S ও L.R দাগ নং ১৪৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৮, ৯৪১, ৯৪৩, ৯৪৯, ৯৫৮, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৬, ১৪২০, ১৪২৩, ১৪২৭, ১৫১০, ১৫১৯, ৯০, ১২৭, ১৩৬, ১০০৪, ১০০৭, ১০১০, ১০১১, ১০৬৪, ১০৭০, ১০৭১, ১০৮২, ১০৭৩, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৯০, ১০৯৫, ১১০৩, ১০০৪/৪৯৩৫, ২১১৭, ৯০৪, ৯০৭, ৯০৯, ৯১০, ২৯১৭, ২৯৪৪, ২৯৪৮, ২৯৬৭, ২৯৬৮, ২৯৮৮, ২৯৯৭, সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ৬৩.৮৭ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাহার মধ্যে।

ইতি-
১) শ্রী সুদীপ মাইতি, পিতা – সুবোধ মাইতি, সাং – 2/2 DRABANI DUTTA ROAD, পোষ্ট – সালকিয়া, থানা – হাওড়া, জেলা – হাওড়া, পিন নং – ৭১১১০৬।
২) শ্রী নীলাঞ্জন সাঁতরা, পিতা – দেব কুমার সাঁতরা, সাং – ঝাপেটাপুর, পোষ্ট ও থানা – খড়গপুর, জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রী শঙ্কর ব্যানার্জী, পিতা- মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, ২) শ্রী সন্দীপ ব্যানার্জী, পিতা- মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, গত ইং ১৮.১২.২০১৯ তারিখে D.S.R.-I Paschim Medinipur being no. 100100145 dt.- 13.12.2019, D.S.R.-I Paschim Medinipur. রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দ্বারা শ্রীমতী মিতা মুখার্জী, স্বামী-শ্রী তাপস মুখার্জী আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া তিনি তাঁহাদের পক্ষে এবং নিজ পক্ষে মেদিনীপুর থানার পাথরা মৌজার ২৪৮ নং জে.এল. ভুক্ত হাল.এল.আর খতিয়ান নং- ৭৯৫, সাবেক ৮৯৭ দাগ হাল ৯২৩ দাগ, সাবেক ৮৭৪ দাগ হাল ৯০০ দাগ, সাবেক ৮৭৫ দাগ হাল ৯০১ দাগে মোট ৩ টি দাগে ৮ ডেঃ সম্পত্তির গত ইং ২৪শে ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মেদিনীপুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে ১০০১০৮১৭০ নং দলিল দ্বারা আমার মক্কেল শ্রীমতী সুজাতা দোলই, স্বামী- শ্রী সুশান্ত দোলই সাং- পাথরা পোঃ- মহাতাপনগর থানা- কোতয়ালী জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর মহোদয় কে বিক্রয় করিয়াছে, তৎকারনে আমার মক্কেল শ্রীমতী সুজাতা দোলই উক্ত সম্পত্তি ক্রয় সূত্রে মালিক স্বত্ত্বাধিকারিনী হইতেছেন। উক্ত বিক্রয়ের ব্যাপারে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সমুহ কাগজাদি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিয়া দাবী পেশ করিবেন। অন্যথায় উক্ত তারিখের পর সমুহ দাবী অগ্রাহ্য হইবে।

Sitaram Panda (Advocate)
Judge's Court, Paschim Medinipur
at-Najarganj, P.O.+ P.S. - Midnapore
Dist. Paschim Medinipur PIN- 721101. W.B.
Enrolment No. - F-116/106 of 1993

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী বিষ্ণুপদ দাস পিতা ৺নিবারন চন্দ্র দাস সাকিম কৃষ্ণপুর-চন্দনপুর, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123, বিগত ইং 05/09/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8499/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **শ্রী জয়দেব ধাড়া**, পিতা ৺সুধীর ধাড়া, সাকিম ও পোঃ রাজহাট, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন 712123 মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে ইং 31/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8839/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **আফরিনা খাতুন** পিতা মহম্মদ সেলিম সাবেক সাকিম নিয়ার আজহার লাইন, বরিয়াতু বস্তী, পোঃ ও থানা – বরিয়াতু, জেলা রাঁচি, রাজ্য ঝাড়খন্ড, পিন 834009 ও হাল সাকিম প্রযত্নে মহঃ আলতাব, সাহাগঞ্জ বকুলতলা, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712104 মহাশয়াকে 5 কাঠা 1 ছটাক 10 বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এক্ষণে প্রকাশ থাকে যে, **আফরিনা খাতুন** মহাশয়ার নামে উক্ত I-8839/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিলটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ক্রেতার নামের কলমে আমার মক্কেলের নামের বানান ভুল বশতঃ 'আফরিনা খাতুন'-এর পরিবর্তে 'আরফিনা খাতুন' লেখা হইয়াছে। উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া বিক্রেতা **শ্রী বিষ্ণুপদ দাস** মহাশয়ের পক্ষে আমমোক্তার **শ্রী জয়দেব ধাড়া** মহাশয় আমার মক্কেল আফরিনা খাতুন পিতা মহম্মদ সেলিম মহাশয়াকে পুনরায় ইং ২৮/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-23/2025 নং 'ভ্রম সংশোধন মর্ম্মে ডিক্লারেশান বা ঘোষণা পত্র' রেজিস্ট্রি করিয়া দেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল. নং 03, হাল এল. আর. 3419 নং খতিয়ানে, সাবেক আর.এস. 148 তথা হাল এল. আর. 160 নং দাগে ভিটি সম্পত্তি ষোল আনায় বা 1.0000 অংশে 12 শতকের মধ্যে 0.7500 অংশে 9 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 5 কাঠা 1 ছটাক 10 বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **আফরিনা খাতুন** পিতা মহম্মদ সেলিম উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **শ্রী বিকাশ কর্মকার**, পিতা ৺সুরেশ কর্মকার সাং ঘূর্ণী কলুপাড়া, পোঃ ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ০২.১১.২০২২ তারিখের ১৭৬/২০২২নং আমমোক্তারনামা বলে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজায় LR খতিয়ান নং ৪৮২১৭, LR দাগ নং ১৯৫৭০, শ্রেণী আউশ, পরিমাণ ৩৩ শতক সম্পত্তি **(১) পঞ্চমী বালা দাস ওরফে মরনী দাস**, স্বামী ৺প্রকাশ চন্দ্র দাস, **(২) মিঠু দাস**, স্বামী ৺বিনোদবিহারী দাস, **(৩) সুনিতা দাস** ও **(৪) পাপিয়া দাস**, উভয়ের পিতা ৺বিনোদ বিহারী দাস- এদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তির মধ্যে **(১) শ্রী আশিষ দাস**, পিতা দীপক দাস, সাং হেমন্ত সরকার লেন, দাসপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়াকে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ২১.০৯.২০২৩ তারিখের ৯৫১৯নং কোবালা দলিলবলে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি এবং ঐ একই অফিসের ৩১.০৫.২০২২ তারিখের ৭৪৬২ নং কোবালা দলিলবলে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি **(১) শ্রী সমীর দাস**, পিতা অশোক দাস ও **(২) অনিমা দাস**, স্বামী- সমীর দাস, উভয়ের সাং- নাজিরাপাড়া রেডরোড, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া বরাবর বিক্রয় করেন। এক্ষণে উক্ত ক্রেতাগণ তাহাদের নিজনিজ নামে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ত্রিদিব প্রামানিক (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

আমমোক্তারনামা

১) শ্রী ভাগ্য মানিক ধোলে, পিতা- মদন মোহন ধোলে ওরফে মদন ধোলে, সাং-খুঁড়িগাছি উত্তরপাড়া, পোঃ-সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী বিগত ইং ১৭/ ০৮/ ২০২৩ তারিখে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২৯৩৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ১) কার্ত্তিক রায়, পিতা- ঁতারক চন্দ্র রায়, সাং-আলতাড়া দক্ষিণ, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, ২) রাজকুমার সাউ, পিতা- গৌতম সাউ, সাং- ১০১, ডাঃ সি.সি.সি. রোড, কৃষ্ণপট্টী, পোঃ- তেলিনীপাড়া, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

যার তপশীল-জেলা হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, খুঁড়িগাছি মৌজায় ২২০ নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. ২৪২৫ নং খতিয়ানে আর.এস. ১১৮ নং হাল এল.আর. ১২৬ নং দাগে ১৪ (চৌদ্দ) কাঠা ১২(বারো) ছটাক ৫.৪ বর্গফুট শালি জমির সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সবাইকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে ১) কার্ত্তিক রায়, পিতা- ঁতারক চন্দ্র রায়, ২) রাজকুমার সাউ, পিতা- গৌতম সাউ-কে জানাইতে হবে।

আমমোক্তারনামা

১) মালতী সিং তোমার, স্বামী বিদেশ সিং তোমার, সাং- এইচ-৪০৪, বৈষ্ণদেবী স্কাই, সুভাষ গার্ডেনের পেছনে, জাগাঙ্গীরপুরা, ভিসেনা, জেলা-সুরাট, গুজরাট, ৩৯৫০০৫, ২) তৃপ্তি রায় মন্ডল, স্বামী- প্রদীপ কুমার মন্ডল, সাং-ফ্ল্যাট নং-৩১০, আদর্শ অ্যাপার্টমেন্ট, সেক্টর-৩, পকেট-১৬, দ্বারকা, দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লি, দিল্লি-১১০০৭৮ বিগত ইংরাজী ০৪/ ০৩/২০২৪ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১০৭২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রীমতী স্বাগতা সিনহা রায়, স্বামী-সোমদীপ সিংহ রায়, সাং ও পোঃ- নসিবপুর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

যার তপশীল-জেলা হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, নসিবপুর মৌজায় ৯০ নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. ১০৫৫ ও ২৭৫২ নং খতিয়ান ভুক্ত (১) আরএস ও এলআর ৪১৫ দাগে ৫.৩৩ শতক সম্পত্তি, (২) আরএস ও এলআর ৪১৬ নং দাগে ০৩ শতক সম্পত্তি, (৩) আরএস ও এলআর ৪২৩ নং দাগে ২৭৫২ নং খতিয়ানে ০২ শতক সম্পত্তি, (৪) আরএস ও এলআর ৪২৩ নং দাগে ১০৫৫ নং খতিয়ানে ০২ শতক সম্পত্তি, (৫) আরএস ও এলআর ৪২৬ নং দাগে ১.৩৪ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সবাইকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে স্বাগতা সিনহা রায়, স্বামী সোমদীপ সিংহ রায়-কে জানাইতে হবে।

আমমোক্তার নামা

১) তারক নাথ রায়, ২) বিশ্বনাথ রায়, উভয়ের পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র রায়, ৩) লীলা রায়, স্বামী- অনিল কুমার রায়, ঠিকানা- ১৪ গোবড়া রোড, পোস্ট- গোবিন্দ খাটীক রোড ব্যক্তিগণ ইংরেজি ১৬.০৪.২০১২ তারিখে তারকেশ্বর এ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি ৪ নং বহির ২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এরা সবাই সুশীল কুমার ঘোষ-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। ইহাদের নাম বরাবর রেকর্ড অনুযায়ী ৫০৮ দাগে ভুক্ত রইয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার এক(১) মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে আপত্তি জানাইতে পারবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা ও অ্যাডিসনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি-তারকেশ্বর সামিল মৌজা-বাসুদেবপুর, জে.এল. নং.-৩৪ সাবেক দাগ-৫৪৫, হাল দাগ ৫০৮ অন্তর্গত শুনা জমি ১ আনায় ২০ শতক সম্পত্তি।

হিমাদ্রী চক্রবর্তী
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী কার্ত্তিক সাহা, পিতা - শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা, এবং শ্রীমতী স্বপ্না সাহা, স্বামী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা, উভয়ের সাকিন ২০নং ঋষি অরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৭০০ ০৯০ উভয়ে বিক্রম এ.সি. মার্কেট, **১৫৩/১, বি.টি. রোড, থানা বরাহনগর, কলকাতা-৭০০ ১০৮** প্রেমিসেসের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে **১নং এবং ২নং দোকান ঘরের** মালিক হইতেছেন। ওনারা উক্ত দুটি দোকানঘর বিক্রয় করিবার সহমত করিলে আমার মক্কেল **মৌমিতা দে**, পিতা গনেশ চন্দ্র দে, সাকিন ৫এ, প্রামানিক ঘাট লেন, কলকাতা-৭০০ ০৩৬ তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া একটি বায়নানামা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে বিক্রয় দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া ক্রয় করিবেন। এমতাবস্থায় উক্ত সম্পত্তির মালিকানা লইয়া এবং তাহা বিক্রয় করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে **১০ দিনের** মধ্যে আমাকে বা আমার মক্কেলকে লিখিতভাবে জানাইবেন অন্যথায় আমার মক্কেল ক্রয় করিয়া মালিক হিসাবে নাম রেকর্ড করাইবেন।

স্বাক্ষর
সুব্রত পাত্র
আইনজীবি
ওয়েস্ট বেঙ্গল-১০০৩/১৯৯৮
শিয়ালদহ সিভিল কোর্ট
চতুর্থ তল, রুম নং ৩০১, ৩১২
১, বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪

Ph.D Awarded

Mr. Biswajit Barik

As per the order of Vice-Chancellor, **Netaji Subhas University, Jamshedpur**, **Biswajit Barik**, Registration No. NSU 2019004, son of Jogendra Nath Barik and Shobharani Barik has been awarded the **Doctor of Philosophy (Ph.D) in English** on the successful completion of his research entitled, **"Identification of Problems and Issues related to learning- teaching of English at the secondary level in East Medinipur district of west Bengal"** on 20.12.2023, He worked under the guidance of **Dr. Shakibur Rahman Khan**, Associate Professor, Netaji Subhas University, Jamshedpur, Jharkhand.
Ref. No. NSU/RDC/175/2023, Date: 20/12/2023

LOST & FOUND

বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডে ০২-০৩-২০২৫ তারিখে আমার পারুলিয়া গ্রামীন ব্যাঙ্কের A/c No: 5417011003652 এর তিনটি Fixed Deposit Certificate, F.D No- 5417140000578, 5417140046084, 5417140048268 হারিয়েগেছে যার বহরমপুর থানার G.D. No. 131, Dt- 02/03/25 কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে এবং আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানাই ফেরৎ দিলে বা ফোন করলে উপকৃত হব।

যোগাযোগের ঠিকানা— নাম- মানবেন্দ্র মন্ডল, গ্রাম- পারুলিয়া, পোঃ- দেবী পারুলিয়া, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, মোঃ নং- ৯৭৩২২৪৪৮৮৮।

PUBLIC-NOTICE

One Original Deed of Trust, dated 24-02-1993, executed by **Sukha Ranjan Chakraborty** in favour of **Monojit Chakraborty, Ranjit Chakraborty & Biswajit Chakraborty** in respect of land measuring about 3 Cottah 10 Chittak 25 Sq. ft. more or less lying and situated at **Mouza- Khardah**, J.L. No.- 2, L.O.P. No.- 17, comprised in contained C.S. Dag No.- 4166 (P) & 4167 (P), comprised in R.S Dag No.- 4167, corresponding to L.R. Dag No.- 5935 under L.R. Khatian No.- 4030 at Holding No.- 221/97, Thana Road, Ward No.- 14 at Police Station- Khardah within Khardah Municipality under jurisdiction of **A.D.S.R.O. Sodepore** in the **District: North 24 Parganas**. The said deed was duly registered in the office of D.R. Barasat, recorded in Book No.-I, Volume No.- 18, Pages from 352 to 359, **Being No.- 1223 for the year 1993**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 890** was lodged on **12-02-2025** with Ghola, Police Station in respect of said deed by my client **Ranjit Chakraborty**. The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela (Advocate)
Barrackpore Court
Mobile: 978856804

PUBLIC NOTICE

One Original **Deed of Assignment**, dated 10-06-1996, executed in between **Biva Rani Roy** as Transferor therein and **Subrata Banerjee** as Transferee therein in respect of land being **Plot No.- 44, Sub-Block No.- B-8, in Block- "B"** of the Kalyani Town (Kanchrapara Development Scheme of the Government of West Bengal) in the Sub- Division of Kalyani, **District Nadia** of land measuring about **6 Cottah 1 Chittak 21 Sq. ft.** be the same a little more or less, together with multi storied Building lying and situate at **Plot No.- 44, Sub-Block No.- B-8, in Block- "B" at Police Station- Kalyani** within **Kalyani Municipality** under jurisdiction of **A.D.S.R.O. Kalyani** in the **District- Nadia**. The said deed was duly registered in the office of S.R. Kalyani, and recorded in Book No. I, Volume No.- 10, page from 163 to 270 Being No.- **767** for the year **1996**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 150** was lodged on **03-03-2025** with **Kalyani**, Police Station in respect of said deed by my client **Mamani Ghosh**. The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

RAHUL KUMAR (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9831906292

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

পানিহাটিতে বিষধর সাপের উপদ্রবে আতঙ্কিত খুদে স্কুল পড়ুয়া-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ৬০ বছরের প্রাচীন মহেন্দ্র বিদ্যাপীঠ নামক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অভিযোগ, স্কুলের পিছন দিক জঙ্গলের আগাছায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। পোকামাকড়ের উপদ্রবের পাশাপাশি সেই জঙ্গলে দেখা মিলছে চন্দ্রবোড়ার মতো বিষধর সাপ। ভয়ে স্কুলের শ্রেণি কক্ষের জানলা বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের শিক্ষিকা অঞ্জনা ঢালি জানান, স্কুলের পেছন দিক আগাছার জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। রয়েছে কলাবাগানও। ওই জঙ্গলে চন্দ্রবোড়া সাপ দেখা গিয়েছে। সাপ-সহ পোকা-মাকড়ের উপদ্রবে ভয় পাচ্ছে খুদে পড়ুয়ারা। এমনকী ভয়ে ক্লাস থেকে বাইরে বেরোতে পড়ুয়ারা ভয় পাচ্ছে। জঙ্গল সাফাইয়ের জন্য স্থানীয় কাউন্সিলরকে জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে পানিহাটি পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, স্কুলের পিছনে একটা ব্যক্তিগত জমি আছে। সেই জমি জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, কেমিক্যাল স্প্রে করে আগে আগাছাগুলো মেরে ফেলা হবে। তারপর জমিটা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

যাদবপুরের ঘটনার রেশ হাওড়ায়, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গোলমালের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাম ও তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা চরমে পৌঁছেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গ্রেপ্তারির দাবিতে ইতিমধ্যেই রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে নেমেছে এসএফআই। সোমবার রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়, যার ফলে বিভিন্ন জেলায় উত্তেজনা ও অশান্তির ঘটনা সামনে আসে। এবার সেই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল হাওড়াতেও। মঙ্গলবার এসএফআই নেতা-কর্মীরা শিক্ষামন্ত্রীর গ্রেপ্তারির দাবিতে হাওড়া ময়দানে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। সদর জেলা অফিস থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল শেষ হয় হাওড়া ময়দানে, যেখানে বিক্ষোভকারীরা শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করতে যান। কিন্তু ঠিক সেই সময় পুলিশ বাধা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শুরু হয় বচসা, যা দ্রুত সংঘর্ষের রূপ নেয়।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে রাজ্য বরাদ্দ করল ১৫০ কোটি টাকা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার আগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ নিয়েছে। এজন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির মতো মোট ৮ জেলার জন্য ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে রাজ্যের সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। মালদার গঙ্গা নদীর ভাঙন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সব থেকে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ফি বছর গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে যায় মুর্শিদাবাদ, মালদা ও নদিয়ার গ্রামের পর গ্রাম। মাথার ছাদ হারিয়ে আকাশের নিচে ঠাঁই হয় ভিটে হারাদের। এই অবস্থার স্থায়ী সমাধান চাইছে রাজ্য সরকার। সেদিকেই এদিন একধাপ এগিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গার তীর থেকে ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় যেন কেউ নতুন বাড়ি তৈরি করতে না পারে সে ব্যাপারে জেলাশাসকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, এবছর ভাঙন রুখতে সেচ দপ্তরের উত্তর বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার এর অধীনে সম্ভাব্য দুর্গত এলাকাগুলিতে বন্যা মোকাবিলার সরঞ্জাম, স্লুইস গেট-সহ একাধিক পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ, নদী বাঁধ মেরামত, সেচ-খালগুলির সংস্কার, পাম্পিং স্টেশনগুলির মেরামত ইত্যাদি কাজে সেই অর্থ ব্যয় করা হবে। বিধি মেনে দ্রুত কাজগুলি শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ মার্চ, ২০২৫ ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার

দমদমের স্কুলে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: দমদমের স্কুলে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল দমদম ভারতীয় বিদ্যামন্দির স্কুল। এই ঘটনায় দমদম থানায় অভিযোগ দায়েরও করা হয়। নির্যাযিতা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগ, ৩ তারিখ স্কুলে গেলে ওই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেন ওই শিক্ষক। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের কাছে সবটা খুলে বলে ওই ছাত্রী। তারপর থেকেই ধিকিধিকি জ্বলছিল ক্ষোভের আগুন। এরপরই অভিভাবকেরা মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখান। ছাত্রীদের অভিযোগ, অনেক দিন ধরেই স্কুলে নোংরামি করছে এই প্রধান শিক্ষক।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার। অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে নিজের ঘরে ডেকেছিল অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক শুভজিৎ ভট্টাচার্য। সেখানেই সে ওই পড়ুয়ার সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করে বলে দাবি। নির্যাতিতার কথায়, গোপনাঙ্গে হাত দিয়েছিলেন তাঁদের প্রধান শিক্ষক। এরপর বাড়ি ফিরে পরিবারকে পুরো বিষয়টা জানায় সে। এরপরই স্কুলের অন্যান্য অভিভাবকরা জানতে পারেন।

এরপরই এদিন সকাল থেকেই স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। প্রধান শিক্ষকের গ্রেপ্তারির দাবি করেন। তাদের কথায়, এর আগেও হেডমাস্টার অনেক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে। দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ছাত্রীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে এই নোংরামি চলছিল। প্রতিবাদ করেও কোনও লাভ হয়নি। রোজই কোনও না কোনও ছাত্রীর গায়ে হাত দিত ওই শিক্ষক। এদিন স্কুলে তুলকালাম হলেও গরহাজির ছিল অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। তদন্ত শুরু হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের স্বাভাবিক চিত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বৈঠকে উপাচার্য

নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষীর আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে এবার পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় জুটা, ওয়েবকুপা-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের। সূত্রে খবর, থমথমে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পঠনপাঠনের স্বাভাবিক চিত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টাতেই এদিনের এই বৈঠক।

প্রসঙ্গত, জখম ছাত্রকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন উপাচার্য স্বয়ং। এরপর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে বাড়িতেই আছেন। সোমবারের পর মঙ্গলবারও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি। তবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সকলের সঙ্গে বৈঠক করেন। সকলের কথাও শোনেন তিনি।

শনিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিগ্রহের শিকার হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর গাড়ির কাচ ভাঙা হয়। জখম হন শিক্ষামন্ত্রীও। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। এসএফআই ও অতি বাম সংগঠনগুলির উপর সেই হামলার অভিযোগ ওঠে। এদিকে পালটা হামলার অভিযোগ তুলে পথে নামেন বাম-অতি বামরাও। মঙ্গলবারও এই ঘটনায় উত্তেজনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে যেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। এমনই এক আবহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত এদিন বৈঠকে বসেন। অবিলম্বে ক্যাম্পাসে শান্তি ফেরাতে হবে। এরপরই তাঁর নির্দেশ, সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। শুধু তাই নয়, শনিবারের গোটা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাবও দেন তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষীর আবেদন জানানো হয়েছে। ক্যাম্পাসে শান্তি এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সব রকম পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে মঙ্গলবারের প্রশাসনিক বৈঠকে। মঙ্গলবার এই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়। ছাত্রের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়েরের দাবি ওঠে। যদিও তা নিয়ে আপত্তি তোলে 'ওয়েবকুপা'। উল্টে 'শিক্ষাবন্ধু'র অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তের দাবি তোলে।

জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তা অবশ্যই দেখতে হবে। তার জন্য অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রয়োজন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবারের ঘটনায় দুই ছাত্র জখম হন। তৃণমূল নেতা তথা অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র অভিযোগ করেন, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, শনিবার তিনিও নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন বলে খবর। এদিকে যাদবপুরের ঘটনায় সক্রিয় অংশ নিতে দেখা যায় অখিল ভারতী বিদ্যার্থী পরিষদকেও। তারই জেরে সোমবার সন্ধ্যার পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেট চত্বর। পতাকা লাগানো নিয়ে এবিভিপির সঙ্গে ঝামেলা হয় বাম ছাত্র সংগঠনের। এরপর মঙ্গলবার এবিভিপির তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সারজিক্যাল স্ট্রাইক করা হবে, এমন হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। তাই নিয়েও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ফেরাতে বদ্ধপরিকর কর্তৃপক্ষ।

ইজেডসিসি বিতর্কিত মন্তব্য মামলায় হাইকোর্টে স্বস্তি মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে স্বস্তি মিঠুন চক্রবর্তীর। রক্ষাকবচ মিঠুন চক্রবর্তীকে। আর এতেই ইজেডসিসি বিতর্কিত মন্তব্য মামলায় স্বস্তি 'মহাগুরুর'। হাইকোর্টের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত মিঠুনের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলেই জানাল হাইকোর্ট। মিঠুনের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর উপর স্থগিতাদেশ বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের। বিধাননগর সাউথ থানার এফআইআর-এর উপর স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। সল্টলেক বাসিন্দা কৌশিক সাহার করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে এই মামলা করা হয়েছিল। এফআইআরের ওপর ভিত্তি করে বিএনসিসি-র ৮ ধারায় অভিযুক্ত করা হয় মিঠুন চক্রবর্তীকে। সেই মামলায় সোমবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেন।

আদালত সূত্রে খবর, নভেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ইজেডসিসিতে কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেন মিঠুন। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারতীয় ন্যায় সংবিধানের ৮ ধারায় অভিযুক্ত করা হয় মিঠুনকে। এরপর সেই মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, আপাতত এফআইআর-এর উপর তদন্ত চলতে পারে। মুম্বই বাসিন্দা হওয়ায় তদন্তের প্রয়োজনে ভার্চুয়াল হাজিরা দেবেন মিঠুন চক্রবর্তী। মে মাসে ফের মামলার শুনানি।

মিঠুন চক্রবর্তীর তরফে আইনজীবী বিকাশ সিং জানান, 'হাইকোর্টে এই মামলাটি ফের শুনানির জন্য আসবে মে মাসে। মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে বারবার মিথ্যে মামলা করে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। আমরা সুবিচার নিয়ে আশাবাদী।'

জগদ্দলের শ্যামনগরে যাত্রী বোঝাই অটো উল্টে মৃত্যু এক পরীক্ষার্থীর মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আইসিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির পরীক্ষা ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই পরীক্ষা। মঙ্গলবার ছিল অঙ্ক পরীক্ষা। মেয়েকে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসার পথে অটো উল্টে মৃত্যু হল এক পরীক্ষার্থীর মায়ের। মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জগদ্দল থানার শ্যামনগর পাওয়ার হাউস মোড়ে ঘোষপাড়া রোডে। মৃতার নাম শিউলি সেনগুপ্ত (৪০)। তাঁর বাড়ি ঘোলায়। জানা গিয়েছে, সোদপুর ন্যাশনাল মডেল হাই স্কুলের সিট পড়েছে জগদ্দলের আতপুর ন্যাশনাল মডেল হাইস্কুলে। এদিন সকালে তিন পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবিকারা সোদপুর থেকে ট্রেনে চেপে শ্যামনগর স্টেশনে নামেন। স্টেশন সংলগ্ন অটো স্ট্যান্ড থেকে তারা অটোতে চাপেন পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবার জন্য। অভিযোগ, শ্যামনগর পাওয়ার হাউস মোড়ে একটি মোটর ভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে যাত্রী বোঝাই অটোটি পাল্টি খায়। ঘটনায় অটোর সামনে বসে থাকা শিউলি সেনগুপ্ত গুরুতর জখম হন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে অটো উল্টে যাওয়ার ঘটনায় যাত্রীরা সকলেই মৃদু আঘাত পেয়েছেন। যদিও তিন পরীক্ষার্থীই এদিন পরীক্ষা দিয়েছে। তবে শিউলি দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন অন্যান্য অভিভাবিকারা।

ভুয়ো সিম কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের জালে আরও দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভুয়ো সিম কাণ্ডে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়ে ৮ জন। এবার এই তালিকায় যোগ হল আরও ২ জন। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জেরা করেই এই দু'জনের সন্ধান পায় তদন্তকারীরা। একজনকে পিকনিক গার্ডেন রোড থেকে এবং অন্যজনকে গিরিশ পার্ক থানা এলাকার বিধান সরণি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে লালবাজার সূত্রে খবর। সদ্য যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম শুভেন্দু গায়েন এবং জিতেন্দ্র আগরওয়াল। এদের কাছ থেকে ১ হাজার ২৭৪টি চালু সিম এবং ৩টি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার পেয়েছে পুলিশ। শুধু শুভেন্দুর থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক টেলিকম সংস্থার বারোশোর বেশি সিম, প্রায় ২ লক্ষ নগদ টাকা, মোবাইল ফোন। পুলিশ জেনেছে, গ্রাহকদের নথি হাতিয়ে বা ভুয়ো নথি তৈরি করে সিম পাচার করতেন শুভেন্দু। প্রতারকদের কাছ থেকে সেই সিমের বিনিময় মোটা টাকাও নিতেন তিনি।

জিতেন্দ্র বলে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার মোবাইলের দোকান রয়েছে। তার কাছ থেকে ৫০-এর বেশি সিম কার্ড, ২টি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার এবং নগদ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। শুভেন্দুর কাছ থেকে ওই চালু সিমগুলি নেওয়ার কথা ছিল জিতেন্দ্ররই। ধৃতদের মঙ্গলবারই আদালতে পেশ করা হয়। মনে করা হচ্ছে, শুধুমাত্র এই ১০ জন নয়, আরও একাধিক ব্যক্তি সিম পাচারের সঙ্গে যুক্ত। এটি একটি বড় চক্র।

গত মাসেই কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রক একটি রিপোর্টে দাবি করেছিল, বেআইনি সিমের ব্যবহারে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গত পাঁচ বছরে বাংলায় এই ধরনের ১৩ লাখ ৫৯ হাজার ৯৩৪টি সিম কার্ড বাতিল করা হয়েছে। মন্ত্রকের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের ৪ লাখ ৫ হাজার ৩০৭ জনের নামে ৯টি করে সিম কার্ড রয়েছে!

আইনজীবী রাখতে অনীহা প্রকাশ ট্যাংরা কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রসূনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার এনআরএস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন ট্যাংরা কাণ্ডের ছোট ভাই প্রসূন দে। রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার প্রসূনকে শিয়ালদা আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাঁকে নিজেদের হেপাজতে চেয়ে আবেদন করা হবে তাঁদের তরফে। প্রসূনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩ (১) অর্থাৎ খুনের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিনের শুরুতেই আদালতে লিগ্যাল এইড অ্যাডভোকেট জানান, প্রসূন দে আইনজীবী রাখতে চাইছেন না। শুধু তাই নয়, ওকালতনামাতেও সই করছেন না। সঙ্গে এও জানিয়েছেন, চার্জশিট হলে আইনের হাত ধরে মৃত্যুর রাস্তা বেছে নিতে চায়।

এরপর বিচারক অভিযুক্তকে এজলাসে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। প্রসূন দে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পর বিচারক প্রশ্ন করেন, তিনি আইনজীবী রাখবেন কি না। উত্তরে প্রসূন ' না' জানান। এরপর বিচারক তখন তাঁকে ফের প্রশ্ন করেন, বিনা পয়সায়, কোনও টাকা লাগবে না তাও রাখবেন কি না সে ব্যাপারেও। উত্তরে প্রসূন ফের ঘাড় নেড়ে 'না'-ই জানান। বিচারক ফের তাঁকে প্রশ্ন করেন, তাঁর কিছু বলার আছে কি না। প্রসূন দৃশ্যত একই ভঙ্গিমায় বলেন, 'না'।

এরপর বিচারক প্রসূনের উদ্দেশ্যে বলেন, পুলিশ আপনাকে কাস্টাডিতে চাইছে। আপনাকে জেলে পাঠানো হবে না। ওনাদের কাছে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে প্রসূনের কিছু বলার আছে কি না তাও জানতে চান বিচারক। প্রসূন আবারও ঘাড় নেড়ে 'না'-ই জানান।

এদিকে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, স্ত্রী ও বৌদির হাতের শিরা ও গলা কেটে খুন করেছেন প্রসূনই। সে কথা তিনি নিজের মুখে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন। দুই বউ আত্মহত্যার চেষ্টা করে না পারায় প্রসূন হাত কেটে দেন বলে পুলিশের কাছে জানিয়েছেন। হাত ও গলা কেটে আওয়াজ কমের জন্য বালিশ দিয়ে মুখও চাপা দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন তাঁরা। বাড়ির মহিলাদের মেরে আত্মহত্যার জন্য বেরিয়েছিলেন তিনি, তাঁর দাদা ও নাবালক ছেলে। আপাতত নাবালক ও তাঁর বাবা অর্থাৎ প্রসূনের দাদা প্রণয় এনআরএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের তরফে আদালতে চার দিনের হেপাজত চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। আদালত দু'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

একইসঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, প্রসূন পুলিশের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বড় ভাই প্রণয়ও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কিনা, সে বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত নয় পুলিশ। সেক্ষেত্রে প্রণয় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে তাঁকেও গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। পরে দু'জনকেই হেপাজতে নিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

কলকাতা মেট্রোর সবুজ লাইনে সম্পূর্ণ ব্লক করার সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের সবুজ লাইন-এ আধুনিক কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম পরীক্ষার জন্য ৮ মার্চ ২০২৫ (শনিবার) এবং ৯ মার্চ ২০২৫ (রবিবার) দুটি দিন সম্পূর্ণ ট্রাফিক ব্লক থাকবে। এই সময়ের মধ্যে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর-৫ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এছাড়া, ৭ মার্চ ২০২৫ (শুক্রবার) সন্ধ্যা এবং ১০ মার্চ ২০২৫ (সোমবার) সকালে আংশিক পরিষেবা বিঘ্নিত হবে।

পরিষেবা বন্ধের সময়সূচি: ৭ মার্চ ২০২৫ (শুক্রবার) শেষ মেট্রো পরিষেবা সবুজ লাইন-১

সন্ধ্যা ৭০৩- শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ (সাধারণত রাত ৯৩৫ পর্যন্ত পরিষেবা থাকে)

সন্ধ্যা ৭০৫- সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদা (সাধারণত রাত ৯৪০ পর্যন্ত পরিষেবা থাকে)

সবুজ লাইন-২ সন্ধ্যা ৭০০- এসপ্লানেড এবং হাওড়া ময়দান থেকে (সাধারণত রাত ৯৪৫ পর্যন্ত পরিষেবা থাকে) ১০ মার্চ ২০২৫ (সোমবার) প্রথম মেট্রো পরিষেবা

সবুজ লাইন-১: সকাল ৮০৫- সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদা (সাধারণত সকাল ৭০৫ থেকে পরিষেবা শুরু হয়)

সকাল ৮১৫- শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ (সাধারণত সকাল ৬৫৫ থেকে পরিষেবা শুরু হয়)

সবুজ লাইন-২: সকাল ৮০০- এসপ্লানেড এবং হাওড়া ময়দান থেকে (সাধারণত সকাল ৭০০ থেকে পরিষেবা শুরু হয়)

নীল লাইন (উত্তর-দক্ষিণ করিডোর) যথারীতি চলবে।

কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের সিবিটিসি প্রযুক্তির পরীক্ষার জন্য সবুজ লাইনে দুই দিন সম্পূর্ণ পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এর ফলে যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধা হবে, তবে ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও নির্ভরযোগ্য মেট্রো পরিষেবা নিশ্চিত হবে।

ট্রামের ভবিষ্যত ঝুলেই রইল, মামলা গেল শীর্ষ আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ট্রামের ভবিষ্যৎ ফের বিশবাঁও জলে। কারণ, হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে রাজ্যের মামলার ফলে আপাতত হাইকোর্টে পিছিয়ে গেল এই মামলার শুনানি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ট্রামলাইনে পিচ বা ঢালাই করে যে ভাবে ট্রামের গতিপথ বন্ধ করা হচ্ছিল তার কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এ বিষয়ে ছবি-সহ রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে রাজ্যকে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। আদালতের নির্দেশের পর বৈঠকের অংশ আদালতে তুলে ধরে রাজ্য। ট্রামের ক্ষেত্রে পিপিপি মডেল থাকা সম্ভব বলে জানানো হলেও এবিষয়

খরচের বিষয়টি সামনে আনে রাজ্য।

প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, রাজ্যের উদ্যোগ ছাড়া ট্রাম পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। ফান্ড অনুমোদন না করলে পিপিপি মডেল করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পাবলিক নোটিস জারি করে ট্রামে পিপিপি মডেল চালু করা যায় বলে পরামর্শ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, শুধু ট্রাম নয়, বাসের ক্ষেত্রেও তারা পিপিপি মডেল চালু করতে চেয়েছিলেন। যদিও ভাড়া না বাড়ানোয় অভিজ্ঞতা যে ভয়ঙ্কর হয়েছে তাও জানানো হয়। এই ভাড়ার প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি সহমত প্রকাশ করেন। তবে কলকাতায় ট্যুরিস্ট এলাকাগুলিতে প্রাথমিকভাবে ভাড়া বাড়িয়ে দেখা যেতে পারে বলেও মন্তব্য করতে শোনা যায় প্রধান বিচারপতিকে। তবে এই মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন, তাই সেখানে নিষ্পত্তি না হলে এই মামলা শোনা হবে না বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।

ব্যারাকপুর মোহনপুরে ধর্ষণ কাণ্ডে বিচারের দাবিতে মহকুমা শাসকের অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে মোহনপুর থানার ব্যারাকপুর জাফরপুর স্কুল পাড়ায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে পাড়ারই এক যুবকের বিরুদ্ধে। যদিও পুলিশ অভিযুক্ত যুবক শুভ মজুমদারকে গ্রেপ্তারও করেছে। ধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং ব্যারাকপুর জুড়ে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চা। বিক্ষোভ শেষে তারা মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, টিউশন পড়তে যাবার সময় মোহনপুরে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে পাড়ার কাকু। তাঁর দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। তাছাড়া ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে খুনের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বোমাবাজির ঘটনাও বাড়ছে। কিন্তু প্রকৃত দোষীরা ধরা পড়ছে না। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের মদতেই দুষ্কৃতীদের এত বাড়বাড়ন্ত। অপরদিকে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী বলেন,

মোহনপুর ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত যুবক তৃণমূলের বুথ এজেন্ট হয়ে বসে। তাছাড়া তৃণমূলের হয়ে ভোটে ছাপ্পা দেয়। তারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করছেন। তাঁর সংযোজন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে সিসিটিভি মোতায়নের জন্য। অথচ কেন্দ্রের পাঠানো টাকায় সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে না। সেটাই তাঁরা এদিন মহকুমা শাসককে জানাতে এসেছেন।

সম্পাদকীয়

বাম জমানায় কিছু কংগ্রেস নেতা সিপিএমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধার ফলে ‘তরমুজ’ আখ্যা পেয়েছিলেন

সিপিআইএম-কংগ্রেস স্বভাবতই বিজেপি-তৃণমূল গাঁটছড়া তত্ত্ব আওড়ায়। কিন্তু তাদের বন্ধু বুদ্ধিজীবীরা কিছুতেই বললেন না যে, এই সেটিং তত্ত্ব মেনে নিয়েও রাজ্যের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল তৃণমূল ও বিজেপি। তা ছাড়া, গত শতকের আশি-নব্বইয়ের দশকে, এমনকি ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই একই ধারার গাঁটছড়া সিপিএম আর কংগ্রেসের মধ্যেও ছিল। বাম রাজত্বের চৌত্রিশ বছরে কেন্দ্রের ক্ষমতায় একটানা কোনও দল মসনদে থাকেনি। রাজ্যে তখন প্রধান দু’টি দল। বামফ্রন্ট এবং বিরোধী কংগ্রেস। বামেরা ক্ষমতায় টিকে ছিল সংগঠনের জোরে। স্বজন-পোষণের অভিযোগ ছাড়া কোনও দুর্নীতির দায় সেই আমলে কোনও নেতার বিরুদ্ধে ছিল না। তাই কোনও সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন হয়নি। অপর দিকে কংগ্রেস ক্ষীণ হয়েছে গোষ্ঠী কোন্দলে। তবে এ কথা ঠিক, কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের কয়েক জন নেতা সিপিএম-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতা ভোগ করার সুবাদে ‘তরমুজ’ উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু ‘সেটিং’ করে দল ভাঙিয়ে নেওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং, কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও ‘সেটিং’ থেকে সিপিএম-এর কী লাভ হয়েছিল, বোধগম্য হল না। উল্টে, বর্তমানের তৃণমূল-বিজেপির গাঁটছড়া তত্ত্বের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৃণমূল সরকারে আসার অব্যবহিত পর থেকেই কেন্দ্রে টানা রয়েছে বিজেপি সরকার। এক দিকে এ রাজ্যে বিজেপির ক্রমবিস্তারের যেমন প্রয়োজন, অন্য দিকে তৃণমূলের দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়া নেতা-মন্ত্রীদের সিবিআই তদন্তের হাত থেকে রেহাই, এই দুইয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য গাঁটছড়া তত্ত্বের যৌক্তিকতাকে স্বাভাবিক ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং, যে গাঁটছড়া তত্ত্ব মেনে নিয়ে রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমূল-বিজেপি, সেই একই ধারার সেটিং সিপিএম-কংগ্রেসের মধ্যে ছিল, এই যুক্তি ধোপে টেকে না।

শব্দবাণ-২১০

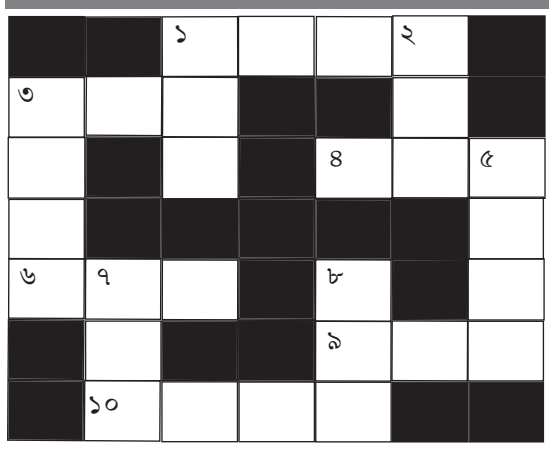

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. প্রণাম ৩. দুয়ার, কপাট ৪. সন্দেশ ৬. পাহাড় কেটে তৈরি গুহার মতো যানবাহনের পথ ৯. নির্মাণ, গঠন ১০. জোনাকি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. উৎপন্ন ২. খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্রবিশেষ ৩. দণ্ডিধারী সন্ন্যাসী সেজে দেবতার উদ্দেশে হত্যে দিতে দিতে অগ্রমন ৫. বর্ণান্ধ ৭. অতিশয়, একেবারে ৮. কাজের ফাঁকে চাই।

সমাধান: শব্দবাণ-২০৯

পাশাপাশি: ২. বিপরিণত ৫. রম ৬. ধান্দা ৭. বাণী ৮. শোভা ১০. সমাপতন।

উপর-নীচ: ১.ঘুণ ২. বিরোধাভাস ৩. রিষ্টি ৪. তরণীসেন ৯. খাপ ১১. মালো।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

১৯১১ *প্রথম বায়ুসেনা প্রধান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯১৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবরাজ সিং চৌহানের জন্মদিন।*

একমাত্র প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমেই নয়, অন্যত্রও কালকূটের অমৃত কুম্ভের সন্ধান চলেছে আজীবন!

স্বপনকুমার মণ্ডল

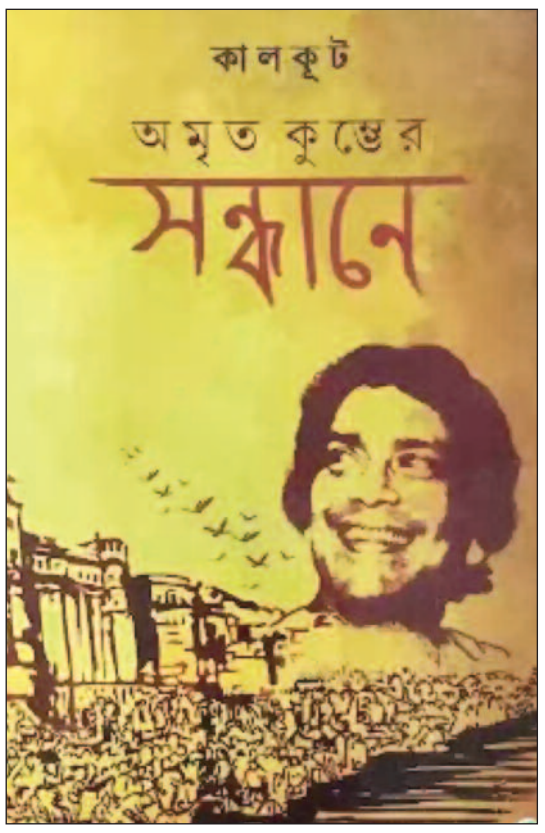

এ বছর প্রয়াগের কুম্ভমেলা নিয়ে যেভাবে সারা দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে,তা এককথায় অভূতপূর্ব । এবার ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা কুম্ভমেলার পাশাপাশি তা নিয়ে যেমন জনসমাগমের ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছে, তেমনই মেলাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য প্রাণহানির খবরে স্বাভাবিক ভাবেই দেশজুড়ে হৈচৈ পড়ে যায় । সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই শাসকদলের কৃতিত্ব প্রদর্শনে যেমন রাজনীতি চলে আসে, তেমনই বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাছে তার অসংখ্য প্রাণহানি থেকে নদীর দূষিত জলের বিভীষিকা প্রচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে । স্বাভাবিক ভাবেই এ বছর মহাকুম্ভ মেলা শেষ হলেও তার জের যে অনেক দিন থেকে যাবে, তা সহজেই অনুমেয়। বারো বছর পরে এবার ছিল আবার মহাকুম্ভমেলার বিজ্ঞাপনী আমন্ত্রণ । সেক্ষেত্রে এই মেলায় সারা দেশ থেকেই পুণ্যার্থীদের মনে তীব্র সাড়া জাগিয়ে তোলে, হাতছানি দেয় । আর তাতেই কোটি কোটি পুণ্যকামী মানুষের ভিড়ে ভারতের মহামিলনের সাগর তীরের খণ্ড চিত্র জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে ধর্মপ্রাণ বাঙালি জীবনের সঙ্গেও এই কুম্ভমেলা জুড়ে গিয়েছে । সেখানে কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর অবদান অনস্বীকার্য । তাঁর অমৃত সন্ধানী কালকূট সেই মেলাকে অমর করে তুলেছেন । আর তাঁর যাত্রাও শুরু হয়েছিল সেই ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’, ১৯৫৪-র মাঘ মাসে। নামকরণই শুধু নয়, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রয়াগে কুম্ভমেলায় ‘অমৃত কুম্ভ’-এর কথাও বর্তমান। বালিয়া জেলার অধিবাসী হয়েও কর্মসূত্রে কলকাতার শহরতলির কারখানার আঠাশ বছরের কর্মী ক্যানসারাক্রান্ত মৃতপ্রায় অবস্থায় যে কুম্ভমেলার পুণ্যার্থী হয়ে ট্রেনে উঠেছিল, সেও কালকূটের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে, ‘জান না অসুরের চোখে ফাঁকি দিয়ে দেবতারা তাঁদের অমৃত কুম্ভ প্রয়াগ-সঙ্গমে লুকিয়ে রেখেছিলেন?’ প্রয়াগের এই অমৃত কুম্ভের কথা ঐতিহ্যবাহী হয়ে উঠেছে। কালকূটও জানিয়েছেন তা শোনার কথা। অথচ কুম্ভমেলায় যাওয়ার কথায় ভ্রমণকাহিনির সূচনা থেকেই কালকূটের মুখে ধর্মীয় চেতনায় না যাওয়ার কথা বার-বার তুলে ধরেছেন সমরেশ । শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে যে কোনোরকম ধর্মীয় আবেগ বা চেতনা সক্রিয় ছিল না, তা বোঝানোর জন্য প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে সেকথায় সক্রিয় হয়েছেন। ভ্রমণ কথার সূচনাতেই তিনি নিজে থেকেই কুম্ভমেলায় যাওয়ার কারণ বিষয়ে অবতারণা করেছেন ‘বৈচিত্র্যের সন্ধান, আমাদের মনেরই সন্ধান। মানুষ খোঁজার ছলে আমরা মন খুঁজি। তাই বন্ধু যখন বিদ্রুপ করে বললে, ‘কেন যাচ্ছ কুম্ভমেলায়? ধর্ম করতে নাকি?’ ধর্মের নামে যে-হিসাবে ধার্মিক বোঝায়, আমি তা নই, আবার বিধর্মীও নই।....কিন্তু তখন বন্ধুকে বলেছিলাম, ‘ধর্মান্ধ কিনা জানি নে, তবে মানুষ দেখতে যাচ্ছি। আমাদের সবকিছুতে সাধ মিটতে পারে। সাধ মেটে না মানুষ দেখে, মানুষ চেখে। মানুষের চেয়ে বিচিত্র এ সংসারে আর কী আছে?’ আসলে কালকূটরূপী সমরেশকে এভাবে স্বেচ্ছায় কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য জবাবদিহির নেপথ্যে দুটি বিষয় সক্রিয় ছিল। প্রথমত, তিনি কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যে কোনোরকম ধর্মভাবাপন্ন হয়ে ভ্রমণে বের হননি, কিংবা ভ্রমণকাহিনি লেখেননি, তা সহজবোধ্য করার জন্য। শুধু তাই নয়, তিনি কোনো প্রথাগত ভ্রমণকাহিনিও লেখেননি। আসলে কালকূট ভ্রমণে নয়, পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর মনটি ছিল বাউলের, কিন্তু হৃদয়টি ছিল গৃহীর। ফলে তাঁর মন উচাটন আর নিঃশ্বাস সঘন নয়। আবার তাঁর ভাবের তন্ময়তা নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসার দ্বারে তিনি ভিখারি। এজন্য তাঁর চলিষ্ণু মনের দোলায় পরিভ্রমণ কখনওই অভিসার হয়ে ওঠেনি, হয়েছে সত্যান্বেষণী বিহার। আর এই সত্যান্বেষণের মধ্যেই রয়েছে কালকূটের নিজস্ব বিশেষত্ব, আপন ধর্ম। এজন্য কুম্ভমেলায় পৌঁছে প্রাণের দরজা খোলার জন্য চাবি হয়ে কুলুপ ছিদ্রের মধ্যে ঘোরার বাসনা ব্যক্ত করেই জানিয়েছেন ‘কেন এলাম ছুটে উদ্ভ্রান্তের মত। দেখব বলেই তো। ভারতের এই বিচিত্র আরশিতে নিজের মুখটি ভাল করে যাচাই করব বলেই তো এসেছি। সে মুখ আমার মন। আমার ধর্ম।’ আবার কালকূটই বলেছেন, ‘এসেছিলাম অমৃতের সন্ধানে।’

আসলে কালকূটের অমৃত কুম্ভ সন্ধানেই কালকূটরূপী সমরেশের পরিভ্রমণের সদিচ্ছা জেগেছিল এবং তাতেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন । এজন্য তিনি মানুষের মন-প্রয়াগে অমৃত কুম্ভের সন্ধানে নেমেছিলেন। তাঁর অমৃত জীবনসত্যে আবর্তিত। ‘ঈশ উপনিষৎ’ (১৫)-এ সেই অমৃতের কথা বলা হয়েছে

‘হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।’

অর্থাৎ ‘হিরণয় পাত্রে সত্যের মুখখানি ঢাকা পড়েছে। সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য সেই আবরণটি সরিয়ে দাও।’ কালকূট সেই ‘আবরণটি সরিয়ে’ দিয়ে অমৃতরূপ সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। ফলে প্রয়াগের কুম্ভমেলাতেই তাঁর ‘অমৃত সন্ধানে’র অনুসন্ধিৎসা শেষ হয়ে যায়নি, বাকি জীবনেও তা সক্রিয় ছিল। কেননা সেই অমৃত সন্ধানই পার্থিব মরণশীল মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা। সমরেশ বসু কালকূটের মাধ্যমে তাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’র মধ্যে সেই অমৃত সন্ধানী মনটি তাঁর সদা সক্রিয় ছিল। সেক্ষেত্রে কালকূটের দৃষ্টি তীর্থস্থান অপেক্ষা তীর্থযাত্রীদের মধ্যেই বিচরণ করেছে। তাদের সংস্কারান্ধ মনের প্রতি তাঁর গভীর দৃষ্টি পাঠককে সচকিত করে তোলে। শুধু তাই নয়, তাদের জীবনদর্শনের প্রতি কালকূটের সত্যান্বেষী মন সদা জাগ্রত। হাওড়া ট্রেনে উঠে যাত্রা করা থেকে বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত তাঁর সেই মন সক্রিয় ছিল। এজন্য প্রয়াগ থেকে বাড়ি ফিরে আসার সময় কালকূটের মনে অসংখ্য বিচিত্র প্রকৃতির পুণ্যার্থী মানুষের মুখ ভিড় করে আসে ‘অমৃতের সন্ধানে গিয়েছিলাম। কী নিয়ে ফিরে এলাম জানিনে। কেবল যেদিকেই ফিরি, সেইদিকেই বড় ভারী। সকলের কথা, সকলের মুখগুলি একে একে মনে পড়ছে।’ কিন্তু তারপরেও তাঁর অমৃত সন্ধান শেষ হয়ে যায়নি। তীর্থ ফেরত পুণ্যার্থীকে পা ধুইয়ে দিতে হয় বলে বুড়ি অবলা বাগদিনী কালকূটের পায়ে এক কলসি জল ঢেলে দেয়। এজন্য কালকূট তাঁর অসমাপ্ত যাত্রার কথা বলে ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’র ইতি টানেন ‘যাত্রার শেষ কোথায়? ঘরের কাছে এসে অবলা বাগদিনী আমাকে নতুন অমৃত সন্ধানের জলধারা দিল পায়ে। সন্ধানের শেষ কোথা?’ আর সেই সন্ধানে কালকূটের পথ চলা চরৈবেতি। সেক্ষেত্রে তাঁর ‘কোথায় পাবো তারে’ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

জনৈক ছাত্রীর আত্মহত্যা এবং অশালীন কর্তৃপক্ষের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ক্ষোভ

তন্ময় সিংহ

ওড়িশার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘটে যাওয়া একজন ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা এবং তাকে ঘিরে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ও স্বয়ং প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ওই ঘটনায় সংযুক্ত হয়ে তার দেশের সহ নাগরিকদের নিরাপত্তা হীনতা নিয়ে বিবৃতি দেওয়া আসলে আমাদের বিদেশ নীতির এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা। আসলে দুই বন্ধুর মাঝে ঘটে যাওয়া কোন সমস্যায় যদি সময় মতো নজর না দেওয়া হয়, অনেক সময় দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এরই আরেকটি প্রতিষ্ঠিত উদাহরণ সামনে এলো যখন আমরা দেখলাম ওড়িশার ভুবনেশ্বর এর কলিঙ্গ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের উদ্ধত মনোভাবের জন্য ভারতের সাথে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাববোধ করতে বাধ্য হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষিত মানুষের তীব্র উন্নাসিক মনোভাব এবং সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর নতুন জয়ধ্বজা প্রচার করার জন্য অন্যকে ছোট করার মনোভাব আমরা যে ওড়িশায় কলেজ প্রশাসনের দেখলাম তা দেশ হিসাবে ভারত রাষ্ট্রের যে গঠন এবং ইতিহাস দুটোকেই কালিমা লিপ্ত করে।

ঘটনার সূত্রপাত ওড়িশার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কীট ইউনিভার্সিটি তে। যেখানে তৃতীয় বর্ষের কম্পিউটার সায়েন্সের নেপালী ছাত্রী প্রকৃতি লামসাল ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নিজের হোস্টেলে আত্মহত্যা করেন । প্রসিদ্ধ গায়ক বাদশা যে সময় ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস মাতাচ্ছিলেন সেই একই সময়ে এই মেয়েটি তার বাবা মাকে ফোন করার পর আত্মহত্যা করে এবং খবরটি নেপালি ছাত্র ছাত্রীদের দের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছড়িয়ে পড়তেই আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আছে একজন ছাত্র এবং ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ আছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কোন প্রভাবশালীর পুত্র অদ্বিতীয় শ্রীবাস্তবের সাথে প্রাথমিকভাবে সম্পর্ক থাকার পরে, যখন প্রকৃতি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তখন তাকে হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। এ সম্পর্কে কলেজের ইন্টারন্যাশনাল ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা কেন্দ্রে বারবার অভিযোগ জানিয়ে কোন সুফল হয়নি বলে নেপালি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ।

ঘটনা ঘটার পরেই প্রায় ১০০ জনের মতন ছাত্র ছাত্রী কলেজের প্রধান গ্রন্থাগার থেকে ন্যায়বিচার চেয়ে প্রকৃতির হোস্টেল পর্যন্ত মিছিল করে এবং তারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে শ্রীবাস্তবের প্রোফাইল শেয়ার করে ওর সন্ধান শুরু করে। বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই সময় ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের প্রথমে বিরত করা হয় নেপালি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগ না দেওয়ার বলে অভিযোগ উঠছে। ওই দিন রাতেই প্রকৃতির সম্পর্কিত ভাই ভুবনেশ্বরের ইনফোসিটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁরা প্রকৃতির কোনটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুলিশের কাছে তদন্তের জন্য নেওয়ার দাবি জানান। এর পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির কারণ হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত এই প্রতিবাদরত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাসে ফেরার জন্য বাধ্য করেন এবং পরের দিন ভোরেই সমস্ত নেপালি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাস ছাড়ার আদেশ জারি হয়।

এই আদেশ জারির পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত রক্ষীরা এতদিন সকলকে পাহারা দিত তারা নেপালি দেখলেই মার শুরু করে বলে নেপালি ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ। শিক্ষক রাও অসহিষ্ণু ব্যবহার করে বলে অভিযোগ এবং পুলিশের সাহায্যে ওড়িশার বিভিন্ন রেল স্টেশনে এই ছাত্র ছাত্রী দের নামিয়ে দেয়া হয়। প্রতিবেশী দেশের ছাত্র ছাত্রীরা যারা অনেকেই প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে থাকে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে আসে চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করে যা অনেকটা সন্তান ও পিতার সম্পর্কই বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সাথে ছাত্রছাত্রীদের। সেখানে হঠাৎ করে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বার করে দেওয়ার এই চেষ্টা ভারত এবং নেপালের সম্পর্কে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে ভবিষ্যতে চিহ্নিত হতে পারে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বাধ্য হন এর পরে এই ঘটনায় সংযুক্ত হতে। নেপাল সংসদের সাংসদরা প্রতিবাদ শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনের তরফে এই সিদ্ধান্তের। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পর ওড়িশা সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্ষমা চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নোটিশ ফিরিয়ে নিলেও ক্ষত থেকে যায় সম্পর্কে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী তারপরেও বিবৃতি দিয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিম প্রশিক্ষকরা এবং স্থানীয় গুন্ডারা তাদের মারতে আসছিল এবং সেই কারণে ভয়ে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ফিরতে চাইছে না বা পড়তে চাইছে না।

শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নয় স্থানীয়ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ একটি রাজনৈতিক দল ও তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের দিকে ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসে। এরপর একটি ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা নেপালি ছাত্র-ছাত্রীদের গরিব বলে তাদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। উগ্র জাতীয়তাবাদের এই স্বরূপ আসলে দেশ হিসাবে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের সহিষ্ণুতার অভাব কেই চিহ্নিত করে। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর ঘটনায় টুইট করার সাথে সাথেই পরিস্থিতির বদল ঘটে বুঝতে পারে সম্পর্কে ক্ষতি হয়ে গেছে অনেকটাই। তখন একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের তরফে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে ভারত ও নেপাল সম্পর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে নষ্ট করার জন্য এবং প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সংসদের কুশ পুত্তলিকা দাহ করে তাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার দাবি তুলে। নেপালি ছাত্র দের গায়ে হাত তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন কর্মী ও কয়েকজন রক্ষীকে আটক করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর এবং পরবর্তীকালে প্রভাবশালী পুত্রকে আটক করা হয় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ছিল শিক্ষার অন্যতম ধাত্রীভূমি। গৌতম বুদ্ধের আমল থেকে ধর্মের মাধ্যমে ভারতের জয়যাত্রা বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষা ভারতের শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল বর্হিবিশ্বে। আশ্রম , গুরু কুল থেকে ২৮০০ বছর আগে গড়ে ওঠা তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও শারদপীঠ, উজ্জয়িনী, নালন্দা, বিক্রমশিলা, পুষ্পগিরি, বল্লভী, সোমপুর, কাঁঠালুর শালা এবং কাঞ্চিপুরম হল ভারতের প্রাচীন তম অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্র। গ্রীস, সার্বভৌম, তুরস্ক, পারস্য, তিব্বত, চায়না, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, কোরিয়া এবং জাপান থেকে ছাত্ররা বিশ্বব্যাপী বিভিন্নস্থান থেকে পড়াশোনা করতে আসত। সেই রীতি বর্তমানেও আছে, শিল্পের ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধশালী হওয়ার জন্য ওড়িশা বর্তমানে সারা ভারত তথা সার্ক দেশগুলোর ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয়। এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিগত দিনে এইভাবে আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনা ও পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার ও বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অমানবিক ব্যবহার রাতারাতি ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছে।

২০২৪ সালের গোড়ার দিকে মালদ্বীপের জলসীমায় যে ‘ইন্ডিয়া আউট’ প্রচারণা শুরু হয়েছিল তা যে আসলে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, তার প্রমাণ মেলে এখন। সাম্প্রতিক সময়ে নেপাল থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত দেশগুলিতে ভারত-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে ভারত কি আসলে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে প্রান্তিক হওয়ার পথে? যেখানে তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্য উপভোগ করে আসছিল কিন্তু বর্তমানে সব ক্ষেত্রেই ভারত তাদের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। যদিও এই অঞ্চলে ভারত-বিরোধী মনোভাবকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ, তবে সন্দেহ নেই যে ভারতের অস্বস্তি বিভিন্ন ঘটনায় তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির রাজনীতিবিদদের মধ্যে বর্তমানে ভারত সম্পর্কে অবিশ্বাস প্রায়শই তাদের ভারতের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে চীনের দিকে ঝুঁকেছে। এমতাবস্থায় চীনের সাথে সম্পর্কে থাকা ভারতের অন্যতম প্রাচীন স্থল প্রতিবেশী নেপালের ছাত্রীর ওড়িশায় অপমৃত্যু ঘিরে কর্তৃপক্ষের তরফে প্রতিবেশী দেশকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করার ঘটনা ও ছাত্র ছাত্রীদের বহিস্কারের ঘটনা নেপালের নাগরিকদের কাছে ভারতের প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে অবিলম্বে ওড়িশা প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরো সংবেদনশীল হয়ে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ভরসা রক্ষা করার বন্দোবস্ত করা আশু প্রয়োজন দুই দেশের স্বার্থে।

দেউচায় আদিবাসীদের প্রতিবাদ, খনন কাজ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির কাজ বন্ধ করে দিল স্থানীয় আদিবাসী বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই খনিতে নেমে বিক্ষোভ দেখান আদিবাসী মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেনি, তাই তারা আর খনি চাইছেন না। বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদে খননকাজে ব্যবহৃত জেসিবি ও পে লোডার মেশিনগুলির কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। আদিবাসী রীতি অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে চড়কা কাটা হয়, যা ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিবাদের প্রতীক।

সরকারি ঘোষণা ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত

গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেউচা-পাচামিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনির কাজ শুরু করার ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মানুষদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, ৭ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনের উদ্যোগে খননকাজ শুরু হয়। তবে, প্রথম থেকেই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা, যাঁদের অধিকাংশই আদিবাসী।

বিক্ষোভকারী মহিলারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমরা খনি চাই না। সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুই করেনি। আমাদের জমি চলে গেলে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ কী হবে? আমরা অন্য কোথাও গিয়ে নিজেদের জমির মতো জায়গা পাব না। তাই আমরা জমি ছাড়ব না।'

দেউচা-পাচামির কয়লা খনির গুরুত্ব

প্রায় ৩,৪০০ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এই কয়লা খনিতে ১,২৪০ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত রয়েছে, যা এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ কয়লা খনি। এই এলাকায় ২০টি গ্রাম রয়েছে, যেখানে প্রায় ২১ হাজার মানুষ বসবাস করেন। এছাড়া এখানে রয়েছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, জলাভূমি ও চারণভূমি। কয়লার ওপরে ৬৭৫ মিলিয়ন টন ব্যাসল্ট শিলার স্তর থাকায় খননকাজ অত্যন্ত কঠিন।

সরকারের প্রতিশ্রুতি ও স্থানীয়দের আপত্তি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদাতাদের জন্য চাকরি, আর্থিক প্যাকেজসহ একাধিক ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন। তবে, স্থানীয় আদিবাসীরা নিজেদের ভিটেমাটি ছাড়তে রাজি নন। তাঁদের দাবি, সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি।

এদিন সকাল থেকেই বিক্ষোভে অংশ নেন শতাধিক আদিবাসী মহিলা। তাঁরা খনিতে ঢুকে খনন কাজ বন্ধ করে দেন। জেসিবি ও পে লোডারগুলি খনি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয় এবং আদিবাসী প্রথা অনুযায়ী চড়কা কাটা হয়, যা তাঁদের প্রতিবাদের অংশ।

এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এই কয়লা প্রকল্প আদিবাসী আন্দোলনের মুখে কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। স্থানীয়দের দাবির প্রতি সরকার কীভাবে সাড়া দেয়, সেটাই দেখার বিষয়। তবে স্পষ্ট যে, আদিবাসীরা তাঁদের ভূমি ও জীবনযাত্রার ওপর হুমকি এলে কঠোর প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন।

বিপ্লবী স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়ার বীর বিপ্লবী সন্তান স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হল। উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে উত্তরপাড়ার জি টি রোডে সামনে গৌরী হল থেকে বাড়ির দিকে একটু এগিয়ে। অনুষ্ঠানটি মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্তি উন্মোচন করলেন বীর বিপ্লবী সন্তানের নিকট আত্মীয়রা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৃথ্বীশ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায়, মেরি গৌতম, পল্লব গৌতম, পূরবী ঘোষ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উত্তরপাড়া পৌরসভার সিআইসি সুব্রত মুখার্জি বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব, কাউন্সিলর মৌসুমী

বিশ্বাস, কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বিশিষ্ট অতিথিরা, বিপ্লবী স্মৃতিশ বন্দোপাধ্যায়ের নিকট আত্মীয়রা বিপ্লবী জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁরা ধন্যবাদ জানালেন উত্তরপাড়া পুরসভাকে ও পুরচেয়ারম্যানকে।

উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, তিনি দেশের জন্য ও উত্তরপাড়াবাসীদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। সেই সময় বালি উত্তরপাড়াকে নিয়ে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এতদিন উত্তরপাড়ায় কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্তি স্থাপন ছিল না আমি চেষ্টা করেছি দেশ বরেণ্য বিপ্লবীদের জন্য তাদের স্মৃতিকে মনে রাখার জন্য যাতে তাদের মূর্তি স্থাপন করা যায়। সেই চেষ্টাই করেছি। মাখলায় গরিব চাষিদের জন্য আন্দোলন করে চাষ নালার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে জমিতে জল দেওয়া যায়। তিনি অনেকবার কারাবরণ করেন আমাদের উত্তরপাড়াবাসীদের দুর্ভাগ্য বিপ্লবী স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব অল্প বয়সে দাঙ্গাবাজদের হাতে খুন হলেন। তিনি বেঁচে থাকলে আরও অনেক কাজ করতেন। মহাত্মা গান্ধি তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত হয়েছিলেন।'

চন্দননগরের যুবতী সুতন্দ্রার মৃত্যুতে ধৃত গাড়ির চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার মধ্য রাতে পানাগড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় চন্দন নগরের বাসিন্দা নৃত্যশিল্পী সুতন্দ্রা চ্যাটার্জির। দু'টি গাড়ির রেষারেষির জেরেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি তোলে পুলিশ। ঘটনার পর ২৪ তারিখে সোমবার সকালে সুতন্দ্রার গাড়ির চালক রাজদেও শর্মা সংবাদ মাধ্যমকে জানায় ইভটিজিং থেকে বাঁচতে গিয়েই ভয়ে পালাতে গিয়ে তাদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পরে। যদিও পুলিশের কাছে এই বিষয়ে পুরোপুরি ভাবে আলাদা বয়ান দেয়। পরে ফের বয়ান বদল করে ওই চালক সংবাদ মাধ্যমকে জানান, সাদা গাড়ির লোকেরা কি বলছিল শুনিনি। তবে সবাই তাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রাস্তায় সাদা গাড়িটিকে অতিক্রম করতে গিয়ে তারা রাস্তা ছাড়ছিল না। তাদের কোণঠাসা করছিল বারবার। যার কারণে ডিভাইডারে তাদের গাড়ি ধাক্কা লাগে। সুতন্দ্রাই তাকে সাদা গাড়িটিকে ধাওয়া করতে বলে। ১০০-র বেশি গতিতে তখ ন সাদা গাড়িটিকে ধাওয়া করা হয়। তারপরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে বারবার বয়ান বদল করার পাশাপশি সাদা গাড়ির চালক বাবলু যাদবের সমতুল্য দোষী হওয়ায় তাই সুতন্দ্রার মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল তাঁর গাড়ির চালক রাজদেও শর্মাকে। সোমবার রাতেই কাঁকসা থানার পুলিশের একটি দল চন্দননগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানে তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ভোররাতে তাঁকে চন্দননগর থেকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানায় আনা হয়। মঙ্গলবার তাকে ৭দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে। আদালতের বিচারক তাকে ৪দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধারা গুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ২৮১, ১২৫(খ)১০৫, ৩২৪(৪)। সুতন্দ্রার মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার ২জন।

ইনজেকশনে কাঁপুনি-জ্বর, চাঞ্চল্য বর্ধমান মেডিক্যালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ইনজেকশন নেওয়ার পরই শরীরে কাঁপুনি, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা এবং জ্বর;এমনই উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটল বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগে। অভিযোগ, এক নার্স বেশ কয়েকজন প্রসূতিকে তিনটি করে ইনজেকশন দেন, আর তার পরপরই এই উপসর্গগুলি দেখা যায়।

ঘটনার জেরে হাসপাতালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রোগীদের পরিবারের অভিযোগ, সমস্যা দেখা দেওয়ার পরপরই আত্মীয়দের ওয়ার্ড থেকে বের করে দেওয়া হয়। তবে হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, এটি সম্ভবত এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ
১. **মেসার্স প্রিমিয়ার ইলেক্ট্রোনিক্স** প্রেমিসেস নং আরজিএম- ২৩/২৫ সাহা পাড়া, বিএফ-২৪/১১ দেশবন্ধু নগর, সাহা পাড়া, বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯ ২. **শ্রী অরুণ কুমার জালান (স্বত্বাধিকারী)** পিতা রাধে শ্যাম জালান সাহা পাড়া, বিএফ-২৪/১১ দেশবন্ধু নগর, সাহা পাড়া, বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯ ৩. **শ্রীমতী মীনা জালান** সাহা পাড়া, বিএফ-২৪/১১ দেশবন্ধু নগর, সাহা পাড়া, বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯ ৪. **শ্রী আশিস জালান** সাহা পাড়া, বিএফ-২৪/১১ দেশবন্ধু নগর, সাহা পাড়া, বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯	ক) ১,৯৮,৯৭,৪৩৬.০০ টাকা, এ/সি নং xxxxxxxxxxxx৯১৮১ অধীন, বকেয়া ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ), ১৩,২৮, ২৩২.৪১ টাকা, এ/সি নং xxxxxxxxxxxx০০৪৫ অধীন বকেয়া ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) এবং ২০, ২৮,৮২৩.০০ টাকা, এ/সি নং xxxxxxxxxxxx৩০৫৫, বকেয়া ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৫ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) মোট ২,৩২,৫৪,৪৯১.৪১ টাকা (দুই কোটি বত্রিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার চারশ একানব্বই টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা। খ) ০৪.১২.২০২৪ গ) ০১.০৩.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তি (জামিনদত্ত সম্পদ) এর বিবরণ
সম্পত্তি নং ১. প্রেমিসেস : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট জমি পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর, পি, তৌজি নং থানা : বাগুইআটি, পূর্বতন রাজারহাট, এডিএসআর অধিক্ষেত্র, রাজারহাট, জেএল নং ০৮, তৌজি নং ৩০২৭, আরএস নং ১৩৮, সিএস দাগ নং ৫৭৩(অংশ), আরএস/এলআর দাগ নং ৬০৪, সিএস খতিয়ান নং ১৫১, আরএস খতিয়ান নং ৪২৬, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ৯, বিধান নগর পৌর সংস্থা অধীন, পূর্বতন রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন,
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং বি, উত্তর পশ্চিম দিকে একতলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২০০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা লিভিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, ভবনের নাম বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত ওয়ার্ড নং ০৯, বিধাননগর পৌর সংস্থা, প্রেমিসেস নং বিএফ-২৪/১৭, দেশবন্ধু নগর, কলকাতা : ৭০০০৫৯, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত।
সম্পত্তি নং ২, প্রেমিসেস : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৫ কাঠা ১১ ছটাক, ৯ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, আরএস খতিয়ান নং ৪৮৫, আরএস দাগ নং ৬০৩, প্রেমিসেস নং বিএফ-২৪/১১, দেশবন্ধু নগর, সাহা পাড়া,থানা : বাগুইআটি, কলকাতা ৭০০০৫৯, বিধান নগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯ অধীন, এডিএসআর রাজারহাট, বাগুইআটি থানা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : গায়ত্রী দেবী জয়সওয়াল এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন এবং প্রভাবতী দেবী জয়সওয়ার এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, পূর্বে : ১৬, ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে : মিনতি দেবী শাউ এর জমি এবং ভবন।
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল ২/৩ য় অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট/ইউনিট আবস্থিত চতুর্থতলে প্রেমিসেস নং বিএফ-২৪/১১, দেশবন্ধু নগর, সাহা পাড়া, পো দেশবন্ধু নগর, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০০৫৯, হোল্ডিং নং আরজিএম/২১/১৮৩৩ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬০০ বর্গফুট মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৪০০ বর্গফুট কমবেশি থেকে, ৪ বেড রুম, ১ কিচেন, ৩ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং এবং সুবিধা এবং পরিষেবা এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট ভবন এবং ফ্ল্যাটে।

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

পিসিশাশুড়ি খুন কাণ্ডে উদ্ধার ব্যবহৃত বটি, ঘটনাস্থলে মা-মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মধ্যমগ্রাম পিসিশাশুড়ি খুন কাণ্ডে অবশেষে মঙ্গলবার খুনে ব্যবহৃত সেই বটি ও দাঁ উদ্ধার করলো পুলিশ। ডুবিয়ে নামিয়ে বাড়ির পাশের পুকুর থেকে উদ্ধার করা হল খুনের ব্যবহৃত দু'টি অস্ত্র। এদিন পুলিশ পাহারায় মা আরতি ঘোষ ও মেয়ে ফাল্গুনী ঘোষকে মধ্যমগ্রামের বীরেশপল্লির বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। দেহ বাক্সবন্দি করার পর আস্ত্র কোথায় ফেলেছে তা বলে দেন তারা। তারপর ডুবুরি ১৫ মিনিটের মধ্যে অস্ত্র দু'টি উদ্ধার করে। সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে একটি হাতুড়িও। পরবর্তীতে খুন করা পিসিশাশুড়ীর জামাকাপড় ও তাঁর ব্যবহৃত জিনিস উদ্ধারের জন্য মধ্যমগ্রাম খালেও তল্লাশি চালায় পুলিশ।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে ট্রলি ব্যাগ-সহ আরতি ঘোষ ও ফাল্গুনী ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয় কলকাতার কুমারটুলি এলাকা থেকে। তাদের কাছে থাকার ট্রলি ব্যাগে সুমিতা ঘোষ নামে এক প্রৌঢ়ার মুন্ডু কাটা দেহ উদ্ধার হয়। নিহত সুমিতা সম্পর্কে ফাল্গুনের পিসিশাশুড়ি। রাতে কলকাতা নর্থপোর্ট থানার পুলিশ মুখ ঢাকা অবস্থায় ধৃত আরতির মেয়ে ফাল্গুনী ঘোষকে মধ্যমগ্রামের বীরেশপল্লিতে নিয়ে আসে। সঙ্গে ছিল সিএফএসএলের ফরেনসিক টিমও।

ফাল্গুনীর কাছে ভাড়া বাড়ির চাবি থাকায় সেটি দিয়ে দরজা খুলে তদন্তকারীরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন। ফরেনসিক দলের সদস্যরা খুনের ঘটনাস্থল থেকে রক্তের বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন। নমুনা সংগ্রহের পর সেখান থেকে তদন্তকারীরা বেরিয়ে যান। ওই দিন রাতে তদন্তের মাঝে ফাল্গুনীকে ঘর থেকে বাইরে এনে পুলিশ বাড়ি লাগোয়া পাশের একটি ফাঁকা জমিতে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। ধৃতকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, খুনের পর আরতি ও তার মেয়ে ফাল্গুনী ফাঁকা ওই জমিতে রক্তমাখা ইটের টুকরো ফেলে দিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি লাগোয়া ফাঁকা জমি থেকে পুলিশ তা বাজেয়াপ্ত করে।

সূত্রের খবর, বাজেয়াপ্ত হওয়া এই ইটের টুকরো দিয়েই সুমিতা ঘোষের মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। তারপর দেহ টুকরো টুকরো ট্রলি ব্যাগে ভরে মা ও মেয়ে কুমারটুলির গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুমিতার দেহ টুকরো টুকরো করার সময় যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল রাতে পুলিশ তার খোঁজ করেছিল। সেদিন তা অবশ্য পাওয়া যায়নি। সিএফএসএলের টিম বীরেশপল্লির ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছিল। প্রায় এক সপ্তাহ পরে মঙ্গলবার খুনে ব্যবহৃত বটি, দাঁ ও হাতুড়ির খোঁজে পুলিশ ফাল্গুনী ও আরতিকে নিয়ে মধ্যমগ্রামের বীরেশপল্লি এলাকায় এল। নর্থপোর্ট ও মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ যৌথ ভাবে ঘটনার তদন্ত করছে।

চৌতাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ (ধনিয়াখালী ব্লক)
প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

চৌতাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ (ধনিয়াখালী ব্লক) রেজি. নং- ৬৩ HG তাং- ২৭-০৩-১৯৬৪ গ্রাম- নারায়নপুর,পোঃ -তারকেশ্বর, হুগলী পক্ষে জানাইতেছি যে, আগামী **২০ শে এপ্রিল রবিবার দুপুর ১২ টা হইতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত** সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে বিস্তারিত নির্ঘণ্টের জন্য সমিতির নোটিশ বোর্ড দেখার জন্য এবং প্রয়োজনে সমিতির প্রবন্ধক মহাশয়ের সঙ্গে সমবায়ের কার্যের সময়ে দেখা করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

চঞ্চল রায় এ আর ও **চৌতাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

সুব্রত অধিকারী এ আর ও **চৌতাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার উখরা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারার সংস্থান অধীনে এবং তৎসহ ২০০২ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতা **শ্রী মুন্না সিং (স্বত্বা : মেসার্স বাবা লোকনাথ অটো পার্টস) কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১০,০২,১৯৮.০৮ টাকা (দশ লাখ দুই হাজার একশ আটানব্বই টাকা এবং আট পয়সা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য ০১.১১.২০২৪ তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারা এবং উপধারা (৪) এবং ২০০২ রুলসের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত সম্পত্তির **১ মার্চ ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া উখরা **১০,০২,১৯৮.০৮ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি স্বত্ব দলিল নং **১৯৭৯/২০০৬,** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত মূল স্বত্ব দলিল নং ১-১৯৭৯ -২০০৬ সালের দ্বারা, এডিএসআর রানিগঞ্জ, সম্পত্তি শ্রী মুন্না সিং এর নামে অবস্থিত খালি জমি ৪ কাঠা ৬.২৩ ছটাক অবস্থিত গ্রাম : ছোরা, বনবহাল, গাইঘাটা, উখড়া রোড , নেহরু স্কুল এর নিকট, পো : হরিপুর , থানা অন্ডাল, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩২২, ছোরা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্টার অফিস -রানিগঞ্জ, থানা : অন্ডাল, মৌজা : চোরা, জেএল নং ২১, থানা : পাণ্ডবেশ্বর, এলআর খতিয়ান নং ১৫১৫ এবং ১৫১৬, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৪৪৬।
চৌহদ্দি : উত্তরে : উখড়া রানিগঞ্জ রোড, দক্ষিণে : নেহরু স্কুল, পূর্বে : প্রভাত মিত্রর জমি, পশ্চিমে : পেট্রোল পাম্প।

তারিখ : ০১.০৩.২০২৫ স্থান : উখরা — অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ।
এতদ্বারা একটি নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূলধন এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি অ-কার্যকর সম্পদে পরিণত হয়েছে। ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল, তবে সেগুলি অকার্যকর করা হয়েছে এবং তাই তাদের এতদ্বারা সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

ক) ঋণগ্রহীতাগণ খ) জামিনদাতাগণ গ) বন্ধকদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা ঘ) লোন এ/সি নং	লোন/অনুমোদনের সীমা/ প্রাপ্ত পরিমাণ (টাকা)	ক) এনপিএ তারিখ খ) ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	বন্ধকদত্ত সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
১. **শ্রী সঞ্জীব কুমার সিং,** ঠিকানা : ১) ৭৩ইউ/১সি, নারকেল ডাঙ্গা মেন রোড, বেলেঘাটা, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা : ৭০০০৫৪। ২) ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতল, লোটাস টাওয়ার, মৌজা : হাতিয়ারা, থানা : রাজারহাট (বর্তমানে ইকো পার্ক), শঙ্কর আবাসন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : পিন ৭০০১৫৭। **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৪৯৯৬৭৫৪২। শাখা : বি কে পাল এভিনিউ।**	৪৪.০০ লাখ টাকা	ক) ০৫.০২.২০২৫ খ) ১১.০২.২০২৫	১৭,৬৫,৩১৪ টাকা	**বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরাসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭২৯৬৩৮৯৭ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭১৬৪৯৫৮৫।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের টাইলস মেঝে ফ্ল্যাট নং ৪-বি, পঞ্চমতলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে (জি-৪) তলা বসবাসের ভবন পরিচিত **লোটাস টাওয়ার,** লিফট সুবিধা সহ, পরিমাণ এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮৪ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ ব্যালকনি, সকলের ব্যবহারের স্থান সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ । সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট হোল্ডিং নং আরজিএম/১৯/১৯৪৫, শঙ্কর আবাসন, কলকাতা ৭০০১৫৭, বিধাননগর পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, এডিএসআর রাজারহাট (নিউ টাউন), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, । এবং জমির **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী বিনয় চক্রবর্তী এবং শঙ্কর সেন এর জমি, **দক্ষিণে :** ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৪০০৯; **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৪০০৯।

স্থান : কলকাতা তারিখ : ১১.০২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ই-অকশন

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬ (২) ও ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী ০৯.০৪.২০২৫ তারিখে **সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত** নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট -এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বর্ধিত পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমান
১.	**শ্রী সুপ্রীয় সিনহা রায়, (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** আলিপুর পূর্বপাড়া, আলিপুর নয়ানগর, হরিপাল, আলিপুর, ভিটিসি : মোগলপুর, পোঃঅঃ - ভান্ডারহাটি, জেলা : হুগলী, পিন : ৭১২৩০১ **শ্রীমতী সঞ্চারী সিনহা রায় (ঋণগ্রহীতা)** আলিপুর পূর্বপাড়া, আলিপুর নয়ানগর, হরিপাল, আলিপুর, ভিটিসি : মোগলপুর, পোঃঅঃ - ভান্ডারহাটি, জেলা : হুগলী, পিন : ৭১২৩০১ **শাখা:** যোধপুর পার্ক	**বন্ধকীকৃত সম্পত্তি : সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৮৭৭২৮২১৯ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৮৫৭৮৭৯৮৫** "জি.সি. রায় চৌধুরী টাওয়ার", ফেজ ১" নামক ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত ব্লক এ -তে আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০৯ এর সকল। এই ভবনে প্রায় ১২৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট এলাকা রয়েছে, তিনটি শয়নকক্ষ, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১টি পূজা কক্ষ, ১টি রান্নাঘর এবং ১টি সংযুক্ত বাথরুম এবং ১টি সাধারণ বাথরুম (ভারতীয়) এবং ২টি বারান্দা ইত্যাদি সমন্বিত। উক্ত জি + ৪ টাওয়ারটির আরএস দাগ নং ১৩৯০, সিএস খতিয়ান নং ৪০৩ এর অধীনে এলআর দাগ নং ১৩৯০, আরএস খতিয়ান নং ১৮৫২ এর সাথে সম্পর্কিত এবং সিএস দাগ নং ১৩৯০/১৮৬৫, ১৩৮৩ সিএস খতিয়ান নং ১১৭৫ ৩৭৭ এর অধীনে অবস্থিত যথাক্রমে মৌজা - বেলঘরিয়া, জে.এল. নং ০৩, তৌজি নং ১৭২, পৌরসভা হোল্ডিং নং ৬৬৩, পৌর প্রেমিসেস নং ১৩৯, ফিডার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৬, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কামারহাটি পৌরসভার পৌর সীমানায় ওয়ার্ড নং ০২০ এর অধীনে। সেইসঙ্গে সংলগ্ন সাধারণ পথের অধিকার, নীচে এবং উপরে পথের সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ। **জমিটির চৌহদ্দি: উত্তরে-** ১৫ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা, তারপরে ফেজ-১ অর্থাৎ বি.এন. রায় চৌধুরী সুপার মার্কেট এবং বৈদ্যনাথ অ্যাপার্টমেন্ট; **দক্ষিণে-** ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা, তারপরে মালিকদের ট্যাঙ্ক; **পূর্বে-** খালি জমি দ্বারা, তারপরে রেললাইন; **পশ্চিমে-** মধুসূদন রায় চৌধুরী রোড দ্বারা। **সম্পত্তিটি শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায়ের নামে আছে।**	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৫০,৫৪,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫,০৫,৪০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB07587873034 ছ) ৩৮,৯০,৫৪৪.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) সহ ০৫/০৩/২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

তারিখ: ০৪.০৩.২০২৫ স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার অধিগৃহীত)
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

হাজরা রোড শাখা এবং রবীন্দ্র সরণি শাখা স্থানান্তরের জন্য অফিস প্রেমিসেস লিজে দেওয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **হাজরা রোড শাখা এবং রবীন্দ্র সরণি** শাখা স্থাপনের জন্য হাজরা রোড এরিয়া এবং রবীন্দ্র সরণি এরিয়ায় পরিমাণ ১২০০-১৪০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় পার্কিং সহ/পার্কিং সুবিধা ব্যতীত ১৫ বছরের লিজে (ইতিমধ্যেই তৈরি/প্রেমিসেস নির্মীয়মাণ) মালিকগণের কাছ থেকে অফিস প্রেমিসেস এর প্রস্তাব টেন্ডার ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) আহ্বান করছে। নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **৫ মার্চ ২০২৫ থেকে ১৯ মার্চ ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত** ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি/বিপিও আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে আদায় দিয়ে টেন্ডার ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার জমার শেষ তারিখ **১৯ মার্চ ২০২৫।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাবই বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা : ৭০০০০১

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫ — জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম

আমাদের ওয়েবসাই **www.indianbank.in** থেকে বিস্তারিত জানা যাবে।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
(CIN: L65110GJ1993PLC020769)
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক কর্পোরেট ব্যাঙ্কিং গ্রুপ- স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেটস গ্রুপ-ইস্ট, ১, শেক্সপিয়ার সরণি, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭১

সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের পাবলিক নোটিশ

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড ("অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক", "দ্য ব্যাঙ্ক") এতদ্বারা যোগ্য সত্তা ("পার্টি") থেকে "যেখানে যেমন আছে" এবং "যা আছে যেমন আছে" এবং "সেখানে যাহাই থাকুক না কেন" এবং "কোনও রিকোর্স ব্যতীত" শর্তে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের অধীনে থাকা এসেল মাইনিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর নিম্নে বর্ণিত **("সিকিউরিটিজ")** অতালিকাভুক্ত ইক্যুইটি শেয়ার কেনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ ('ইওআই') আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কিছু শর্তাবলী সাপেক্ষে।

সিকিউরিটিজ -এর প্রকৃতি	ইস্যুকারী	ফেস ভ্যালু	সিকিউরিটিজ -এর সংখ্যা	সংরক্ষিত মূল্য
সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার	এসেল মাইনিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার ১০/- টাকা	৭৫,৪৯২,৯৭৫ ইক্যুইটি শেয়ার	২৫০ কোটি টাকা (সমগ্র স্টক)*

* শুধুমাত্র ৭৫,৪৯২,৯৭৫ ইক্যুইটি শেয়ারের সম্পূর্ণ স্টক কেনার জন্য ইওআই গ্রহণ করা হবে
অফারের বিস্তৃত শর্তাবলী নিম্নরূপ:-
১. পার্টিগুলিকে উপরোক্ত সিকিউরিটিজ কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে একটি নিঃশর্ত আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) জমা দিতে হবে, Prashant.Lakra@axisbank.com/Sudipto.Kamakar@axisbank.com ঠিকানায় ইমেল করে এবং **১১ মার্চ ২০২৫ তারিখের মধ্যে বিকাল ৫.০০ টার** মধ্যে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় ইওআই-এর মূল হার্ড কপি জমা দিতে হবে - প্রশান্ত লাকরা/সুদীপ্ত কর্মকার, স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেটস গ্রুপ-ইস্ট, ১, শেক্সপিয়ার সরণি, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭১, মোবাইল নম্বর: +৯১- ৮৭৮৯১০০৬৪৩/ +৯১- ৮৫৮৪০২০০৭৭ -তে।
২. কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও অযোগ্য ইওআই গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে অর্থাৎ ইওআই গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনার বিষয়।
৩. শর্তসাপেক্ষ এবং আনুষঙ্গিক ইওআই গুলি ব্যাঙ্ক কর্তৃক অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।
৪. প্রক্রিয়া জমা- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুকূলে তৈরি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি টাকা মাত্র) একটি ফেরতযোগ্য প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ আমানত, যা ইওআই এর সাথে জমা দিতে হবে। যদি পার্টিটি পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে বা পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত না হয় অথবা পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলে সফল দরদাতা না হয় তবে উক্ত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।
৫. অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত ফর্ম্যাটে একটি অ-প্রকাশনা চুক্তি সম্পাদন সাপেক্ষে, সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশকারী পার্টিগুলির সাথে সম্পর্কিত বিবরণ এবং প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলী শেয়ার করা হবে। প্রযোজ্য আইন সাপেক্ষে, অ্যাক্সিস ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনও বিবরণ সরবরাহ করা হবে এবং সিকিউরিটিজের গুণমান বা কোম্পানির কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অ্যাক্সিস ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে না। পার্টিগুলি তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম, তদন্ত, বিশ্লেষণ এবং স্বাধীন যাচাইকরণ পরিচালনা করবে।
৬. বিড প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলিকে প্রদান করা হবে যাদের ইওআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত হবে।
৭. অংশগ্রহণকারী পার্টিগুলি তাদের নিজস্ব খরচে যথাযথ অধ্যবসায়ে /স্বাধীন যাচাইকরণ করবে। প্রস্তাব জমা দেওয়ার মাধ্যমে, এটি ধরে নেওয়া হবে যে অংশগ্রহণকারী দরদাতারা দায়, আইনি প্রক্রিয়া, দায়বদ্ধতা এবং অন্যান্য যেকোনো পাওনা ইত্যাদির সকল দিক থেকে তাদের নিজস্ব স্বাধীন যথাযথ অধ্যবসায়ে, তদন্ত, বিশ্লেষণ এবং স্বাধীন যাচাইকরণ সম্পন্ন করেছেন, যাতে তাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি হয়।
৮. যথাযথ পরিশ্রমের জন্য পার্টিগুলিকে সর্বোচ্চ ৭ দিন সময় দেওয়া হবে।
৯. যথাযথ পরিশ্রমের পরে আগ্রহী পার্টিগুলিকে তাদের দর আবেদন/অফারের ফর্ম্যাট উ (নীচে উল্লিখিত হিসাবে) দরপত্রের ফর্ম্যাটে রিজার্ভ মূল্যের ন্যূনতম ৫% ইএমডি সহ দরদাতার বিবরণ (কেওয়াইসি নথি, যেমন ছবি পরিচয়পত্রের প্রমাণ, প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ এবং ই-মেইল আইডি) জমা দিতে হবে। প্রস্তাবের ফর্ম্যাট শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারী পার্টিগুলিকে প্রদান করা হবে যাদের ইওআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।
১০. অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুকূলে তৈরি ডিমান্ড ড্রাফট আকারে ইএমডি জমা দিতে হবে, যা সমপরিমাণে পরিশোধযোগ্য। বিড আবেদন/অফার ফর্ম্যাট এবং ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০টার মধ্যে জমা দিতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের (ইএমডি) পিছনে দরদাতার পুরো নাম, ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর এবং ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে।
১১. প্রক্রিয়া চলাকালীন, অংশগ্রহণকারী পার্টিগুলিকে অফারের ফর্ম্যাট প্রদান করা হবে যাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমোদিত অফিসারদের বিবরণ (নাম, পদবী, ফোন নম্বর এবং ইমেল ঠিকানা) সহ স্বাক্ষরিত অফার ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে। ইএমডির ডিমান্ড ড্রাফটের সাথে স্বাক্ষরিত অফারটির স্ক্যান কপি ইএমডির ইমেল আইডি Prashant.Lakra@axisbank.com / Sudipto.Karmakar@axisbank.com -এ জমা দিতে হবে। এছাড়াও, স্বাক্ষরিত অফারের হার্ড কপি, ইএমডির ডিমান্ড ড্রাফ্ট এবং এতে উল্লিখিত অন্যান্য নথিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে- প্রশান্ত লাকরা/সুদীপ্ত কর্মকার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেটস গ্রুপ - ইস্ট, ১, শেক্সপিয়ার সরণি, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭১, মোবাইল নম্বর- +৯১-৮৭৮৯১০০৬৪৩/+৯১-৮৫৮৪০২০০৭৭। অফারের সাথে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র **২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে** বা তার আগে **বিকেল ৫.০০টার** মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে।
১২. অংশগ্রহণকারী দরদাতারা একবার জমা দেওয়ার পরে তাদের/তাদের অফার প্রত্যাহার বা বাতিল করার অধিকারী হবেন না। অফার জমা দেওয়ার পরে সফলভাবে প্রত্যাহার করলে, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক উক্ত দরদাতার কাছ থেকে ইএমডির পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার, সুদ, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি আদায় করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুসারে উক্ত দরদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে।
১৩. যদি সফল দরদাতা শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হন, তাহলে পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ইএমডির পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৪. প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং দরদাতাদের নির্বাচন অ্যাক্সিস ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে হবে।
১৫. অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক বিক্রয়ের শর্তাবলী পরিবর্তন, পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার, সিকিউরিটিজকে বিক্রয় থেকে প্রত্যাহার করার, বিক্রয় স্থগিত করার বা বাতিল করার অধিকারও সংরক্ষণ করে, কোনও কারণ ছাড়াই। বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে অ্যাক্সিস ব্যাংকের সমস্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত হবে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং/অথবা বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিলকরণ বাতিল করার কারণে ক্ষতিপূরণের কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।
১৬. এই নোটিশের কোনও কিছুই ব্যাংকের পার্টি থেকে উপরোক্ত সিকিউরিটিজ বিক্রি করার জন্য কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা বলে বিবেচিত হবে না। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক যেকোনো কারণে বা এমনকি কোনও কারণ না দেখিয়ে বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং এই ধরনের বাতিলকরণের বিষয়ে দরদাতারা প্রশ্ন তুলবেন না।
১৭. ব্যাংকের কোনও দরদাতার প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা বা ক্ষতিপূরণের বাধ্যবাধকতা (প্রকাশিত বা অন্তর্নিহিত যাই হোক না কেন) থাকবে না।
১৮. সিকিউরিটিজ বিক্রি অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং দরদাতার সন্তোষজনক কেওয়াইসি সাপেক্ষে। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড উপরে বর্ণিত কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৯. অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সফল দরদাতা হিসেবে গৃহীত/নিশ্চিত হওয়ার পর, সর্বোচ্চ দরদাতাকে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত গ্রহণ/নিশ্চিতকরণের যোগাযোগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক নথি এবং চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
২০. সমস্ত বিধিবদ্ধ, নিয়ন্ত্রক এবং অন্যান্য সম্মতি সম্পন্ন করার জন্য সফল দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।
২১. সিকিউরিটিজ স্থানান্তর/ বিক্রয়ের জন্য স্ট্যাম্প শুল্ক এবং নিবন্ধন চার্জের জন্য সমস্ত খরচ এবং ব্যয় সফল দরদাতা বহন করবেন।
২২. এই প্রক্রিয়াটি ভারতের আইন অনুসারে পরিচালিত হবে এবং এই প্রক্রিয়ার অধীনে উদ্ভূত যেকোনো বিরোধের জন্য কলকাতার আদালতের একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে।
সতর্কীকরণ : উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়া/সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্য এবং জ্ঞান অনুসারে বলা হয়েছে, তবে, উল্লেখিত বিবরণে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন না।

স্থান: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ তারিখ: ০৫.০৩.২০২৫ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মাছের আড়তে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের জামালপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় মাছের আড়তে হঠাৎ করেই আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। যদিও কী ভাবে আগুন লাগে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা না গেলেও প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। স্থানীয় মানুষজন সহ টোটোচালক, বাসচালক সহ অন্যান্য যাত্রীরা সাধারণ মানুষজন তারা ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। জামালপুর থানার পুলিশ পৌঁছে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়।পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

Bank of Baroda

ঠাকুরপুকুর শাখা

নিমন্ত্রণ ভিলা, ১৪৮/৩, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৬৩
ইমেল আইডি: thakol@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ঠাকুরপুকুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮.১১.২০২৪** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা মিসেস ফতেমা বিবি এবং সহ-ঋণগ্রহীতা জনাব সেখ আফসার আলী বাসস্থান- ১২২/৫ বাসুদেবপুর রোড, সরসুনা, পোস্ট - সরসুনা, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৬১**-কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **২১,২৮,২১২.০০ টাকা (একুশ লক্ষ আটাশ হাজার দুইশো বারো টাকা মাত্র) ২৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি অনাদায়ী সুদ, চার্জ বর্তমান তারিখ পর্যন্ত বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল উক্ত এক্ট-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৪ মার্চ, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২১,২৮,২১২.০০ টাকা (একুশ লক্ষ আটাশ হাজার দুইশো বারো টাকা মাত্র) ২৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি অনাদায়ী সুদ, চার্জ বর্তমান তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ, আনুষঙ্গিক ব্যয় **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দক্ষিণ-পূর্ব পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রথম ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১ বি এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার পরিমাপ প্রায় ৭৫০ বর্গফুট। এর মধ্যে ২টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং-কাম রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লিউসি এবং ১টি বারান্দা রয়েছে সেইসঙ্গে ২ কাঠা, ১২ ছটাক জমির অবিভক্ত অংশের সারে এবং সোজা তিনতলা ভবন সহ। মৌজা - সরসুনা, পরগনা - খাসপুর, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ৪৮৬, তৌজি নং ১০৭, খতিয়ান নং ১৮২৩ এর অধীনে, দাগ নং - ৮৮৮ এর সাথে সম্পর্কিত ১ কাঠা ১৪ ছটাক জমি এবং খতিয়ান নং ২০৮৭ এর সাথে সম্পর্কিত দাগ নং ৯৪৭ এর সাথে সম্পর্কিত ১৪ টি চিতক জমি, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫৫৩, সোনামুখী রোড এবং এর পোস্টাল প্রেমিসেস ৩০/৫৫৩, সোনামুখী রোড, নারায়ণ কলোনি, কলকাতা - ৭০০০৬১, ওয়ার্ড নং ১২৭ এর অধীনে, ঠাকুরপুকুর থানা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **মিসেস ফতেমা বিবি এবং জনাব সেখ আফসার আলীর মালিকানাধীন।**

সম্পত্তির (ফ্ল্যাট) চৌহদ্দি :- উত্তর- প্রবেশপথ, সিঁড়ি কেস এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট। **দক্ষিণ**- খোলা আকাশ। **পূর্ব**- খোলা আকাশ। **পশ্চিম**- খোলা আকাশ।

তারিখ: ০৪.০৩.২০২৫
স্থান: ঠাকুরপুকুর, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩য় তল, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি,
কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং : (+৯১ ৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২ এর ৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১) **শ্রীমতি তুলিকা সাঁতরা** (সহ ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি তুলিকা সাঁতরা** (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা শ্রী মলয় কুমার সাঁতরার উত্তরাধিকারী) ২) ০৭০২৬৭৫১০০০১৪১০০ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০১৪১২৮	১. ২১.১১.২০২৪ ২. ২৮.০২.২০২৫ ৩. ১৩,৭৬,২৩৬ টাকা ০৪.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া বন্ধকি লোন এবং ১০.০৮.২০২৪ লোন ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম সহ পরবর্তী সুদ, মূল্য এবং চার্জ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ আনুমানিক ২৪ ডেসিমেল, মৌজা : বয়েরসিং, জেএল নং ৭৭, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১০৭১ এবং ১০৭২, আরএস খতিয়ান নং ৩৭, এলআর খতিয়ান নং ৪২৭, ১৩৭৯ এবং ২৯০, থানা : ক্যানিং তালদি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে** : আলি আহমদ গাজির সম্পত্তি, **দক্ষিণে** : ৬ ফুট চওড়া ইটের রাস্তা, **পূর্বে** : আলি আহমদ গাজির সম্পত্তি, **পশ্চিমে** : মোজা উদ্দিন গাজির সম্পত্তি।
২	১) **শ্রী ফিরদৌস আলম** (ঋণগ্রহীতা) ২) ০০৬০৬৭৫১০০০৫৭৪৫১ এবং ০০৬০৬৭৫১০০০৫৭৬৪৬	১. ১০.১২.২০২৪ ২. ২৮.০২.২০২৫ ৩. ২৫,১৮,৯০০.২২ টাকা ১০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সহ পরবর্তী সুদ এবং ১০.০৮.২০২৪ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে যৌগিক সুদ সহ	**শ্রী ফিরদৌস আলম** স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের রো হাউস নং বি/০৬/০৬ কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি, টাউনশিপের মধ্যে পরিমাণ ১৯৩.৯৮ বর্গ মিটার সমপরিমাণ ২০৮৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং বাস্তু জমি পরিমাণ ১৮২৭.২৩ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ১৯৯৯(অংশ), ২০০০ (অংশ), খতিয়ান নং ১০০৪, মোট সমপরিমাণ ২.৫৩৮ কাঠা কমবেশি , অবস্থিত মৌজা : পাকুরিয়া, জেএল নং ৫৪, থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ এবং অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমর পরিমাণ ৮২.১৪৭ একর, অবস্থিত বিভিন্ন আরএস প্লট নং মৌজা : তেঁতুলকুলি, জেএল নং ৫৩, পাকুরিয়া , জেএল নং ৫৪, বাঁকরা, জেএল নং ৫৫, সমুদয় ডোমজুড় থানা অধিক্ষেত্রে, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি : উত্তরে** : সংলগ্ন ইউনিট বি/০৬/০৫; **দক্ষিণে** : ১০ মিটার চওড়া রো; **পূর্বে** : সংলগ্ন ইউনিট; **পশ্চিমে** : ১০ মিটার চওড়া রো। এবং তদস্থিত সমুদয় ভবন নির্মাণ, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে।

তারিখ : ২৮.০২.২০২৫, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI

ত্রিবেণী শাখা

বি.টি.পি.এস. টাউনশিপ ১ নং গেট বি.টি.পি.এস. টাউনশিপ রোড, জেলা - বিটিপিএস টিডব্লিউপি ত্রিবেনী, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৫০৩, শাখার ইমেল আইডি - sbi.00225@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স গ্লোবাল ইলেক্ট্রনিকস স্বত্বা : শ্রীমতি জয়শ্রী দাস** স্বামী শ্রী জয়দেব দাস **ঠিকানা** : ৩৮ ত্রিবেণী স্টেশন রোড, ত্রিবেণী বাজার, বড় বৈকুণ্ঠপুর , পো ত্রিবেণী,থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৫০৩। **জামিনদাতার নাম : শ্রী জয়দেব দাস,** পিতা প্রয়াত রাধাবল্লভ দাস, **ঠিকানা** : ৩৮ ত্রিবেণী স্টেশন রোড, ত্রিবেণী বাজার, বড় বৈকুণ্ঠপুর , পো ত্রিবেণী,থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৫০৩। **এ/সি নং ১০২৬৬৭৪৫৮০০ (সিসি) ৩৯৫৫৭৩৬৮১৯৮ (জিইসিএল)**	**অংশ -১** **দায়বদ্ধতার ধরন : ব্যবসায় মজুতের দায়বদ্ধতা** **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১০ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ত্রিবেণী বৈকুণ্ঠপুর, জেএল নং ৩৬, তৌজি নং ৮, আরএস দাগ নং ১৯১০ এবং ১৯১২স এলআর দাগ নং ৩৪৫৬, ৩৪৫৭, আরএস খতিয়ান নং ১৪২৫, ১৪৩৯, হাল এলআর খতিয়ান নং ৪২৯/২, কৃষি, ৪২৯/১ কৃষি, ৩৭৩/১ কৃষি, নিজ জমি এলআর খতিয়ান নং ১৮৪৫ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৮/এ, বড় বৈকুণ্ঠপুর, ওয়ার্ড নং ১৪, বাঁশবেড়িয়া পুরসভা অধীন, পো : ত্রিবেণী, থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৫০৩। **দলিল নং ০২৭৭৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৮, পৃষ্ঠা ১১৯ থেকে ১২৬, - ১৯৯৭ সালের, এডিএসআরও হুগলি। সম্পত্তি শ্রী জয়দেব দাস পিতা প্রয়াত রাধাবল্লভ দাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ত্রিবেণী স্টেশন রোড, দক্ষিণে : তরুণ কুমার দে এর ভবন, পূর্বে : প্রদীপ বসুর ভবন, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	৩০.০১.২০২৫	২৯.০৬.২০২৩	**১৯,৯১,১৪৮.০০ টাকা (সিসি) ৬৩,৪৮৩.০০ টাকা (জিইসিএল) মোট বকেয়া ২০,৫৪,৬৩১.০০ টাকা (কুড়ি লাখ চুয়ান্ন হাজার ছশো একত্রিশ টাকা) ২৪.০১.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা ২৪.০১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
২	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স গ্লোবাল পাওয়ার স্বত্বা : শ্রী জয়দেব দাস** পিতা প্রয়াত রাধাবল্লভ দাস। ঠিকানা : ৩৮ ত্রিবেণী স্টেশন রোড, ত্রিবেণী বাজার, বড় বৈকুণ্ঠপুর, পো ত্রিবেণী, থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৫০৩। **এ/সি নং ৩১৫০২৪৩৬৩৭৭(সিসি)**	**অংশ -১** **দায়বদ্ধতার ধরন : ব্যবসায় মজুতের দায়বদ্ধতা** **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১০ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ত্রিবেণী বৈকুণ্ঠপুর, জেএল নং ৩৬, তৌজি নং ৮, আরএস দাগ নং ১৯১০ এবং ১৯১২, এলআর দাগ নং ৩৪৫৬, ৩৪৫৭, আরএস খতিয়ান নং ১৪২৫, ১৪৩৯, হাল এলআর খতিয়ান নং ৪২৯/২, কৃষি, ৪২৯/১ কৃষি, ৪৯০/১ কৃষি, ৩৭৩/১ কৃষি, নিজ জমি এলআর খতিয়ান নং ১৮৪৫ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৮/এ, বড় বৈকুণ্ঠপুর, ওয়ার্ড নং ১৪, বাঁশবেড়িয়া পুরসভা অধীন, পো : ত্রিবেণী, থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৫০৩। **দলিল নং ০২৭৭৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৮, পৃষ্ঠা ১১৯ থেকে ১২৬, - ১৯৯৭ সালের, এডিএসআরও হুগলি। সম্পত্তি শ্রী জয়দেব দাস পিতা প্রয়াত রাধাবল্লভ দাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ত্রিবেণী স্টেশন রোড, দক্ষিণে : তরুণ কুমার দে এর ভবন, পূর্বে : প্রদীপ বসুর ভবন, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	৩০.০১.২০২৫	২৬.০৬.২০২৩	**৭,৮৮,১৯৩.০০ টাকা (সাত লাখ অষ্টআশি হাজার একশ তিরানব্বই টাকা) ২৪.০১.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা ২৪.০১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫
স্থান - ত্রিবেনী

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ

১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**যা আছে তা আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে **২৪.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চিংড়িপোতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১৫,৪১,৫৭৩.০০ টাকা** (পনের লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর টাকা মাত্র) **১৫.০৯.২০২৩** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রী দেবব্রত ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা- দিলীপ ভৌমিক, উদয়নপল্লী, মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৪০। -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **শ্রী দেবব্রত ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা- দিলীপ ভৌমিক উদয়নপল্লী, মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৪০। খ) চিংড়িপোতা শাখা	বন্ধকীকৃত পরিসম্পদ- প্রায় ২ কাঠা ৩ শতক জমির উপর নির্মিত প্রায় ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা , বাংলা গ্রাম, পরগনা- বালিয়া, জেএল নং ৪১, আরএস নং ৫৪, তৌজি নং ৩৪৩, খতিয়ান নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭৪৯, ১৭৫০, ১৭৫১, নতুন খতিয়ান নং ৫৫৭১, আরএস দাগ নং ৭৬৭, এলআর. ৬৮৮, হোল্ডিং নং সি২-২৮/৪৩৪, উদয়ন পল্লী লেন, ওয়ার্ড নং ২৬, মহেশতলা পৌরসভা, থানা-মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডিএসআর ২, আলিপুরের অফিসে নিবন্ধিত বাংলা ডিড অফ সেলের মাধ্যমে বই নং ১, ভলিউম নং ১৬০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫০৫০১ থেকে ১৫০৫২৪, বিয়িং নং ১৬০২০৪৪১০ সাল- ২০১৮, **সম্পত্তিটি শ্রী দেবব্রত ভৌমিকের নামে আছে। সীমানা:** উত্তর- গোপাল দাসের জমি ও বাড়ি, দক্ষিণ- ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের জমি ও বাড়ি, পূর্ব- গোপাল দাসের জমি ও বাড়ি, পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া উদয়ন পল্লী রোড।	**১৫,৪১,৫৭৩.০০ টাকা** (পনের লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর টাকা মাত্র) **১৫.০৯.২০২৩** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৪,১৩,০০০.০০ টাকা (*)** (চোদ্দো লক্ষ তের হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৪১,৩০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশত টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB7359681571A ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২৮.০২.২০২৫ থেকে ২৩.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৬.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর মেন শাখা

ডি এল রায় রোড, বৌবাজার, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪১ ১০১
ইমেল : k813@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে ''**যেখানে যেমন অছে**'', ''**যেখানে যা আছে**'', **এবং** ''**যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**'' **২৬.০৩.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর মেন শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬৯,৩১,৫৫৭.৩৬ টাকা** (উনসত্তর লাখ একত্রিশ হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) (বিবি + এমওএক্স + এমওআই = ১৮,৬২,১১১.০০ টাকা + ৪৮,২৫,৮০৪.৬৮ টাকা + ২,৪৩,৬৪১.৬৮ টাকা) **০৪.০৩.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা শ্রী রবীন কুমার চ্যাটার্জি,** পিতা প্রয়াত রোহিনি কুমার চ্যাটার্জি, উত্তর কালীনগর, পো. কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা : শ্রী রবীন কুমার চ্যাটার্জি,** পিতা প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি, উত্তর কালিনগর, পো কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালি, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **২. প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জির (প্রয়াত) এস্টেটের প্রতি, পিতা প্রয়াত হরিদাস চ্যাটার্জি (বন্ধকদাতা) আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : উল্লেখ্য ১) শ্রী রবীন কুমার চ্যাটার্জি** পিতা প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি, **২) শ্রী রঞ্জিত চ্যাটার্জি,** পিতা প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি, **৩) শ্রী সমীর চ্যাটার্জি,** পিতা প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি, **সকলের ঠিকানা** : উত্তর কালিনগর,পো কৃষ্ণনগর, থানা : কোতোয়ালি,জেলা নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) কৃষ্ণনগর মেন ব্রাঞ্চ।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জেএল নং ৯২, মৌজা : কৃষ্ণনগর, প্লট নং আরএস ৩৩২১২, এলআর ১৯২০৯, খতিয়ান নং এলআর ১৯১১২, পো : কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালি, জেলা : নদিয়া, এরিয়া ০.০৬ একর, **সম্পত্তি প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি** পিতা প্রয়াত হরিদাস চ্যাটার্জির নামে উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ডি-১০০ তারিখ ০২.০৮.১৯৮৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে পুরসভা সড়ক, দক্ষিণে : কৃষ্ণ দত্তর সম্পত্তি , পূর্বে : পিসিসি রোড, পশ্চিমে : মেটাল রোড।	**৬৯,৩১,৫৫৭.৩৬ টাকা** (উনসত্তর লাখ একত্রিশ হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) (বিবি + এমওএক্স + এমওআই = ১৮,৬২,১১১.০০ টাকা + ৪৮,২৫,৮০৪.৬৮ টাকা + ২,৪৩,৬৪১.৬৮ টাকা) **০৪.০৩.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৩১.০০ লাখ টাকা (*)** (একত্রিশ লাখ টাকা) **খ) ৩.১০ লাখ টাকা** (তিন লাখ দশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB10634633553 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৪.০৩.২০২৫/স্থান : কৃষ্ণনগর

অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক: (1) হাসান আব্বাস (9831070778) এবং (2) সন্তোষ তিওয়ারী (9920490126)

L&T Finance

তথ্যজ্ঞাপন সহ নিস্পত্তির ঘোষণা

ইন্টিমেশন কাম ডিসপোজাল নোটিশ বা তথ্যজ্ঞাপন সহ নিস্পত্তির ঘোষণা, অস্থাবর সম্পদ অপসারণ সুরক্ষিত সম্পত্তির বিজ্ঞপ্তি থেকে যা এতৎদ্বারা এখানে ঋণগ্রহীতা(দের)কে দেওয়া হচ্ছে। উপ-ঋশগ্রহীতা অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, এল অ্যান্ড টি ফাইনান্সের, **1) মেসার্স রাধাকৃষ্ণ অটো কোচ, 2) সজল সরকার এবং 3) মিঠু সরকার** যাঁরা **এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড** থেকে লোন গ্রহণ করেছেন।

উক্ত সম্পত্তির শারীরিক দখলের সময়, উক্ত অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা কিছু অপসারণের জিনিস পাওয়া গেছে উক্ত আবাসনে। বিজ্ঞপ্তি তারিখ **14ই ফেব্রুয়ারী 2025** -তে পাঠানো হয়েছে ঋণগ্রহীতা / উপ-ঋণগ্রহীতাকে আরপিএডি-এর দ্বারা উপলব্ধ / শেষ জ্ঞাত ঠিকানায়, এতে তাঁদের জানানো হয়েছে সংগ্রহ করুন/সরান উপকরণ,অপসারণ করুন, সুরক্ষিত সম্পত্তিতে পড়ে থাকা জিনিসপত্র। অতএব, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আমরা এখানে চূড়ান্তভাবে ঋণগ্রহীতাকে / উপ-ঋণগ্রহীতাকে জানাচ্ছি যে সমস্ত উপকরণ, অপসারণ করতে যা কিছু জিনিসপত্র এবং ডকুমেন্টস ভেতরে পড়ে আছে বন্ধকী সম্পত্তির ভেতরে **এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড**-এর উপস্থিত থাকা এবং নিযুক্ত থাকা অনুমোদিত আধিকারিকের সামনে ডকুমেন্টারী প্রমাণ সহ সংগ্রহ করতে **15ই মার্চে 2025** বা তার আগে সময় সকাল 10.30 থেকে দুপুর 2 টোর মধ্যে। অনুগ্রহ পূর্বক দ্রষ্টব্য যে, যদি আপনি উক্ত তারিখ এবং সময়ে ওখানে উপস্থিত না হতে পারেন এবং উপকরণগুলি অপসারণ করতে না পারেন, আমরা এইগুলি অপসারণ করতে এবং এইগুলি নিস্পত্তি করতে বাধ্য হব আপনার খরচ এবং ঝুঁকিতে। এতৎদ্বারা এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে জনগণকে সাধারণভাবে যে নীচে দেওয়া বিবরণ অপসারণের উপকরণগুলি উক্ত তারিখে বিক্রয় করা হবে এবং অফারগুলির জন্য এছাড়াও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ- জমি যার পরিমাপ 2 কাঠা এবং 13 ছটাক পড়ে আছে এবং যা অবস্থিত আছে- দত্তপুকুর মৌজায় অন্তর্ভূক্ত জে.এল.নং 122. আর.এস. নং . 212, সি.এস. এবং আর.এস. খতিয়ান নং 19, আর.এস. খতিয়ান নং. 1367, 440 এবং 284, এল.আর. খতিয়ান নং. 1132/4, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং 380, পু. স্টে. বারাসত হল দত্তপুকুর, জেলা- 24 পরগণা (উত্তর), যার পরিধি দত্তপুকুর 1 নং. গ্রাম পঞ্চায়েতে, পশ্চিমবঙ্গ- 743248

অ্যাকাউন্ট নং KOLHL18000573

স.নং.	উপকরণ	পরিমাণ	মূল্য (টা.)
1	কাঠের খাট	3	3,000.00
2	গ্যাস ওভেন	1	500.00
3	সিলিং ফ্যান	2	600.00
4	স্ট্যান্ড ফ্যান	1	500.00
5	প্লাস্টিক ড্রাম	1	50.00
6	কিছু বাসপত্তর যেমন অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনা, টিফিন, থালা, রেকাব, ইত্যাদি	-	500.00
7	টিভি সোনী 22অ	1	2,000.00
8	সেলাই মেশিন	1	1,500.00
9	কাঠের আলনা	1	300.00
10	টেবিল ফ্যান	1	300.00
11	গ্যাস স্টোভ	1	150.00
12	মিউজিক বক্স	1	200.00
13	ব্যাটারি	1	150.00
14	প্ল্যাস্টিক চেয়ার্স	5	500.00
15	স্টীল শোকেস	1	500.00
16	ওয়াটার পিউরিফায়ার	1	250.00
17	ডবল ডোর ফ্রিজ, 250 লিটার্স	1	5,000.00
18	কাঠের সিঁড়ি	1	100.00
	মোট বিক্রয় মূল্য		**16,100.00**

তারিখ: 05.03.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ

১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে ''**যেখানে যেমন অছে**'', ''**যেখানে যা আছে**'', **এবং** ''**যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**'' **২৪.০৩.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বরিষা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১২,৭২,২৯০.১০ টাকা** (বারো লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো নব্বইট টাকা এবং দশ পয়সা) **১৭.০১.২০২০** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ : শ্রী রাজু মজুমদার,** পিতা শ্রী মনোহর মজুমদার **এবং শ্রীমতী তৃপ্তি মজুমদার,** স্বামী শ্রী রাজু মজুমদার **উভয়ের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং সি৩, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. শ্রী রাজু মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** পিতা শ্রী মনোহর মজুমদার, ফ্ল্যাট সি৩, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, থানা : হরিদেবপুর,, কলকাতা : ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ। **২. শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী রাজু মজুমদার, ফ্ল্যাট সি৩, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, থানা : হরিদেবপুর,, কলকাতা : ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) বড়িশা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি-৩, (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), ৪র্থতলে, ভবনে, পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ , দুই বেড রুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং, দুই বাথরুম, অবিভক্ত জমি এবং সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-১৬০৭০৪৩৭৪, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯০২২ থেকে ১৩৯০৬০, দলিল নং ১৬০৭০৪৩৭৪-২০১৬ সালের , এডিএসআরও- বেহালা। **জমির বিস্তারিত :** জমির পরিমাণ ০৬ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা : খাসপুর, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, ওয়ার্ড নং ১২৪, পো : ঠাকুরপুকুর, থানা : হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমর এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৮ ফুট কে এম সি সড়ক, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩১/৩১৯৪, পূর্বে : শ্রী তাপস কুমার ঘোষের জমি; পশ্চিমে : বকুল চক্রবর্তীর জমি।	**১২,৭২,২৯০.১০ টাকা** (বারো লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো নব্বইট টাকা এবং দশ পয়সা) **১৭.০১.২০২০** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৮,০৫,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠার লাখ পাঁচ হাজার টাকা) **খ) ১,৮০,৫০০.০০ টাকা** (এক লাখ আশি হাজার পাঁচশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50296601251 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫ থেকে ২৩.০৩.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৩.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৩.০৩.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিরাট ব্যাটিংয়ে বিশ্বকাপের মধুর প্রতিশোধ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে

অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে ফাইনালে অপরাজিত ভারত

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

মধুর প্রতিশোধ। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেই ওডিআই বিশ্বকাপ ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল রোহিত-বিরাটদের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে পেতেই জ্বালা জুড়িয়ে নিলেন কোহলিরা। অনবদ্য চেজ মাস্টার দেখালেন মাস্টারক্লাস ইনিংস। দুবাইয়ে টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ৪৯ ওভার ৩ বলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৬৪ রান করে অস্ট্রেলিয়া। জবাবে খেলতে নেমে ৪৮ ওভার এক বলে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ভারত। তাতে ৪ উইকেটে টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে ফাইনালে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। সহজ এই জয়ের সৌজন্যে অবশ্যই বিরাট কোহলি।। পাকিস্তানের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একশো করার সুযোগ ছিল। কিন্তু ৯৮ বলে ৮৪ রান করে আউট হলেন। দুবাইয়ে স্লো টার্নারে কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু বিরাট থাকলে দুঃসাধ্য কিছুই নয়।

অস্ট্রেলিয়ার ২৬৪ রান তাড়া করতে নেমে ভারত যে বিপদে পড়েনি, তা নয়। ৭.৫ ওভারে ৪৩ রানের মধ্যে ফিরে যান দুই ওপেনার শুবমান গিল ও রোহিত শর্মা। তিনে নামা কোহলি এরপর দাবার চালের মতো অস্ট্রেলিয়ার রানটা এমনভাবে তাড়া করার পথ বের করলেন যে ম্যাচটা ভারত ১১ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতে গেল। ভারতকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পঞ্চম ফাইনালে তোলার পথে রান তাড়ায় ৮ হাজার রানের মাইলফলক পেরোনো কোহলির ইনিংসটি অনেককে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর সেরা সময়ে। পঞ্চম ওভারে ৩০ রানে অস্ট্রেলিয়ার পেসার বেন ডরশুইসের বলে গিলকে হারায় ভারত। কোহলি নামার ১৬ বল পর রোহিতও ফেরেন স্পিনার কুপার কনোলির বলে এলবিডব্লু হয়ে। পয়েন্টে ‘জীবন’ পাওয়া রোহিত আগেই ফেরেন ২৮ রানে।

উইকেট শুকনো ও স্পিনবান্ধব হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ভেবেছিল, আগেভাগে স্পিনার এনে দ্রুত উইকেট তুলে চাপে ফেলা যাবে ভারতকে। সে পথে অস্ট্রেলিয়া প্রথম দফায় সফল হলেও পরে আর পারেনি। তৃতীয় উইকেটে শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে ৯১, চতুর্থ উইকেটে অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে ৪৪ ও পঞ্চম উইকেটে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে ৪৭ রানের জুটিতে ভারতকে জয় থেকে পথচ্যুত হতে দেননি কোহলি। অস্ট্রেলিয়া উল্টো হতাশ হয়ে বিশেষজ্ঞ বোলারদের পাশাপাশি গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও ট্রাভিস হেডের মতো ‘পার্টটাইমার’ বোলিংয়ে এনেও সময়মতো জুটি ভাঙতে পারেনি। আইয়ার ৪৫ ও অক্ষর ২৭ রানে আউট হলেও ভারত জয়ের পথ পরিষ্কার করেছে মূলত কোহলি ও রাহুলের জুটি। হাতে ৬ উইকেট রেখে ভারত যখন ৪৫ বলে ৪০ রানের দূরত্বে, অস্ট্রেলিয়ানদের শরীরী ভাষায় হাল ছেড়ে দেওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সেই সময়ই আঘাত হানেন অস্ট্রেলিয়ার লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। তাঁর গুগলি উড়িয়ে মারতে গিয়ে লং অনে ক্যাচ দিয়ে শেষ হয় কোহলির ইনিংসটি। ষষ্ঠ উইকেটে হার্দিক পান্ডিয়া (২৮) এসে রাহুলের সঙ্গে ৩৪ রানের জুটি গড়ে আউট হন। এরপর রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে ভারতকে জয়ের বন্দরে নোঙর করান ৪২ রানে অপরাজিত থাকা রাহুল। অপেক্ষা না বাড়িয়ে ছক্কা হাঁকিয়েই ম্যাচ জেতান।

অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ভারতের মতোই শুরুতে বিপদে পড়েছিল। ৮.২ ওভারে ৫৪ রানের মধ্যে ফিরে যান দুই ওপনার কনোলি ও হেড। অস্ট্রেলিয়া তারপর এগিয়েছে স্মিথ ও অ্যালেক্স ক্যারির ব্যাটে। তৃতীয় উইকেটে মারনাস লাবুশেনের সঙ্গে ৫৬, চতুর্থ উইকেটে জশ ইংলিসের সঙ্গে ৩৪ ও পঞ্চম উইকেটে ক্যারির সঙ্গে ৫৪ রানের জুটি গড়েন স্মিথ। শেষে ৩৭তম ওভারে ব্যক্তিগত ৭৩ রানে শামির ফুল টস বলে বোল্ড হন স্মিথ। ওই ওভার শেষে স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ১৯৯। অর্থাৎ তিন শ পেরোনার সুযোগ তখনো ছিল। কিন্তু পরের ওভারেই গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে (৫ বলে ৭) অক্ষর প্যাটেল বোল্ড করার পর শুরু হয় ক্যারির লড়াই। দ্রুত রান তোলার পাশাপাশি পুরো ৫০ ওভার খেলার চ্যালেঞ্জ নিতে হয় অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটসম্যানকে। কিন্তু ক্যারি তা পারেননি। ৪৭.১ ওভারে ৫৭ বলে ক্যারির ৬১ রানের ইনিংসটি শেষ হয় শ্রেয়স আইয়ারের সরাসরি থ্রোয়ে রানআউট হয়ে। ৪০ ওভার শেষে পরবর্তী ৫৭ বলে ৪ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান তুলতে পেরেছে অস্ট্রেলিয়া। ৩ উইকেট নেন শামি। ২টি করে উইকেট বরুণ ও জাদেজার।

শ্রেয়সকে সঙ্গী করে বিরাট কোহলির অনবদ্য ইনিংসই জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় টিম ইন্ডিয়াকে।

জাদেজাকে সঙ্গী করে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিলেন রাহুল।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পানমশলায় ‘রঙিন’ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার কার্পেট

হুঁশিয়ারি স্পিকারের

লখনউ, ৪ মার্চ: পানমশলা বা গুটখা খেয়ে যত্রতত্র পিক ফেলা অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। ব্যতিক্রম নন, উত্তপ্রদেশের বিধায়কদের একাংশও! এমনকি, বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীনও তাঁরা মেঝেতে পাতা কার্পেটের উপর পিক ফেলেন বলে অভিযোগ।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার স্পিকার সতীশ মহানা মঙ্গলবার এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সরাসরি কারও নাম না করে তিনি বলেন, ‘এক বিধায়ক পানমশলা খেয়ে কার্পেটের উপর পিক ফেলেছেন। আমি চাই ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করুন।’ ‘অপরাধী’ বিধায়ককে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে জানিয়ে এর পর স্পিকারের মন্তব্য, ‘আমি ভিডিয়োতে তাঁকে দেখেছি। কাউকে অপমান করতে চাই না। তাই তাঁর নাম বলছি না। তিনি নিজে এসে দেখা না করলে আমি তাঁকে তলব করব।’

তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পিকের দাগ পরিষ্কার করিয়েছেন জানিয়ে বিধায়কদের উদ্দেশে স্পিকারের মন্তব্য; ‘আপনারা সভার মাননীয় সদস্য। সভার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের।’ সেই সঙ্গে, পানমশাল-গুটখাসেবী বিধায়কদের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, ভবিষ্যতে কেউ এমন করলে কার্পেট পরিষ্কারের টাকা তাঁর ভাতা থেকে কেটে নেওয়া হবে। কোনও বিধায়ক

গুটখা-পানমশলা খেয়ে থুতু ফেললে তাঁকে নিষেধ করার জন্য অন্য বিধায়কদের কাছেও আবেদনও জানান স্পিকার সতীশ।

সেবির প্রাক্তন প্রধানকে রক্ষাকবচ দিল বম্বে হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: আর্থিক প্রতারণা মামলায় এখনই এফআইআর দায়ের করা যাবে না শেয়ার বাজার নিয়ামক সংস্থা ‘সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া’ (সেবি)-র প্রাক্তন প্রধান মাধবী পুরী বুচের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার নিম্ন আদালতের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়ে এমনটাই জানাল বম্বে হাইকোর্ট।

শেয়ার বাজারে প্রতারণা এবং নিয়মভঙ্গের অভিযোগে মাধবী-সহ আরও পাঁচ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছিল মুম্বইয়ের বিশেষ দুর্নীতি বিরোধী নিম্ন আদালত। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা হয় বম্বে হাইকোর্টে। মঙ্গলবার বম্বে হাইকোর্টে ওই মামলার শুনানি ছিল।

সেখানেই বিচারপতি শিবকুমার দিগে বলেন, ‘নিম্ন আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে এখনই কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। মামলাকারী স্বপন শ্রীবাস্তবকে আবেদনের পাল্টা হলফনামা দাখিল করার জন্য চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে।’ পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ওই ঘটনায় এফআইআর করা যাবে না। অর্থাৎ আপাতত চার সপ্তাহের জন্য রক্ষাকবচ পেলেন মাধবী।

মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিলের সম্ভাবনা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ: রাশিয়াকে নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় চালু এবং ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি চাওয়ায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে আমেরিকার একজন কর্মকর্তা ও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আরেক ব্যক্তি জানিয়েছেন।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, আমেরিকা ও রাশিয়ার কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কোন্নয়নে মস্কোর সঙ্গে বড় পরিসরে আলোচনা শুরু করতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন। তার অংশ হিসেবে আগামী দিনগুলোতে মার্কিন কর্মকর্তারা যেন রাশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন, সেই পরিবেশ তৈরি করতে যেসব নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা যায় সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বিদেশ দপ্তর ও অর্থ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে হোয়াইট হাউস।

সে অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক দপ্তরগুলো নির্বাচিত রাশিয়ার নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করছে বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যমতে, নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেতে যাওয়া সম্ভাব্য রুশ নাগরিকদের তালিকায় দেশটির কিছু ‘অলিগার্ক’ও রয়েছেন।

নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তারা প্রায়ই এ ধরনের কাগজপত্র তৈরি করেন। তবে সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের এ রকম একটি অনুরোধ ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের মস্কোর সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তির অংশ হিসেবে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিলের সদিচ্ছাকে তুলে ধরছে।

এই নিষেধাজ্ঞা মুক্তির বিনিময়ে ওয়াশিংটন সুনির্দিষ্ট ভাবে মস্কোর কাছ থেকে কী চাইতে পারে, তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয়নি। হোয়াইট হাউস, আমেরিকার বিদেশ দপ্তর ও অর্থ মন্ত্রক এবং ওয়াশিংটনে রুশ দূতাবাসের কাছে এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলেও কেউই তাৎক্ষণিকভাবে তাতে সাড়া দেননি।

আমেরিকার অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট গত মাসে ব্লুমবার্গ টেলিভিশনকে বলেন, রাশিয়া অর্থনৈতিক (নিষেধাজ্ঞা) মুক্তি পেতে পারে। এটা নির্ভর করছে আগামী সপ্তাহগুলোতে সমঝোতার ক্ষেত্রে দেশটি কী মনোভাব দেখাচ্ছে তার ওপর। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের বলেন, রাশিয়ার ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা ‘কিছু ক্ষেত্রে’ প্রত্যাহার করা হতে পারে।

এ বিষয়ে আমেরিকার অর্থ মন্ত্রকের বিদেশি সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের সাবেক প্রধান জন স্মিথ বলেছেন, ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশ জারি করতে পারেন, যাতে তাঁর প্রশাসন রাশিয়ার ওপর থাকা কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। তবে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে হবে।

রাশিয়া বলছে, তারা আমেরিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা পুনরায় শুরু করতে আগ্রহী। গত সপ্তাহে ক্রেমলিন বলে, রাশিয়ার প্রচুর বিরল খনিজ পদার্থের মজুত রয়েছে এবং সেগুলোর অনুসন্ধান থেকে শুরু করে উত্তোলনসহ অন্যান্য পর্যায়ে সহযোগিতার জন্য চুক্তি করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ রয়েছে। ট্রাম্প ইউক্রেনের সঙ্গে খনিজ সম্পদ নিয়ে একটি চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। ইউক্রেন বিপুল পরিমাণ লিথিয়াম ও অন্যান্য বিরল খনিজ পদার্থ রয়েছে। আমেরিকার এত দিন ইউক্রেনকে যে শত শত বিলিয়ন ডলার সহায়তা করেছে, তার বিনিময়ে ওই চুক্তি করতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস)/ইএমইউ কারশেড, টিকিয়াপাড়া, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে আইটেমের জন্য উল্লিখিত তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন খোলা হবে ১৫:৩০ টায়: **ক্রম. নং. ; ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য; ইএমডি; টেন্ডার নথির খরচ; সমাপ্তির সময়কাল: (১); আরএস-টিপিকেআর-সিএএমসি-এসি-১১২৭৫৩**; ০১ (এক) বছরের জন্য ইলেকট্রিকাল মাল্টিপেল ইউনিট (ইএমইউ)-এর জন্য আইজিবিটি ভিত্তিক ৩ ফেজ প্রপালশন সিস্টেমের ড্রাইভিং ক্যাবে সরবরাহ করা এয়ার কন্ডিশনার ইউনিটের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। ₹ **১৬,২৯,১০৮.০০**; ₹ ৩২,৬০০.০০; ₹২,০০০.০০;১২ মাস। **(২) আরএস-টিপিকেআর-এসসি-V I - ২৭২১১৩**; ইএমইউ কারশেড, টিকিয়াপাড়ায় ঝাড়ু, পরিষ্কার, আবর্জনা সরানো এবং অন্যান্য পরিষ্কারের কাজ; ₹ **৮৩,৪৩,৫৯৮.৩৯**; ₹১,৬৬,৯০০.০০; ₹৫,০০০.০০; ২৪ মাস। **খোলার তারিখ** : ২৬.০৩.২০২৫ (ক্রম নং ১ ও ২ -এর জন্য); **জমা দেওয়ার তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত (ক্রম নং ১ ও ২ -এর জন্য)**। আগ্রহী দরপত্রদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে গিয়ে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, নির্দিষ্টকরণ, সংশোধনী জানতে ও অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দিতে পারবেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না।
(PR-1200)

DWARKA GRAM PANCHAYAT
VILL+ P.O-ABADANGA
P.S.- LABPUR, BIRBHUM
NIT No.- e-Tender/28/DGP/2024-25.
E-Tender is invited for 2 Nos civil works. Bid submission start date-**05/03/2025 Ends-13/03/2025.** For more Details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or Office Notice board.
Sd/- PRODHAN
DWARKA GRAM PANCHAYAT

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
eNIT No.: 45/ WB of 2024–25 of The Assistant Engineer, Writers' Buildins Sub-Division, PWD. For 1. Repairing and remodelling of wooden chair for different offices within the compound of Writers Buildings during the year 2024-2025. are invited from bonafied bidders. Bid submission closing date (online) will be on **11.03.2025 at 16.00 hrs. Tender ID: 2025_PWD_823049_1** Other details may be seen from the web site: **http://etender.wb.nic.in & http://wbpwd.in.**
Sd/-
Assistant Engineer, Writers' buildings Sub-Division, PWD

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-43/24-25
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_822897_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স ক্যাপরিকর্ন ইনভেসটেক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U65999WB1993PTC058399) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৮০/১বি, ফিয়ারস লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরাডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ দিল্লি অধীক্ষেত্র অধীন “জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে” কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
ক্যাপরিকর্ন ইনভেসটেক প্রাইভেট লিমিটেড
যুব মিত্তাল (ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিন-০৯৩০৯৩৬১

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 146/N1GP (NIT No. WB/BWN/N1. G.P./NIT 15 /2024-25), Date-04/03/2025** for 01 (One) no. scheme under **5th SFC (Tied) Fund.** Bid Submission Start Date: **05.03.2025 from 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date: **14.03.2025 up to 10:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **17.03.2025 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender করছে।
E-NIT-14/2024-25, E-NIT-15/2024-25,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

E-TENDER
E- Tender invited by the Prodhan, Gopinathpur Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity) Gopinathpur, Nadia. **NIET No.14/2024-25,** Last date of submission **10.03.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Gopinathpur Gram Panchayat.

E-TENDER
E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-I Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Palsunda, Nadia. **NIET- 198/PAL-I/5th CFC/2025.** Last date of submission **11.03.2025 up to 2p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Palsunda-I Gram Panchayat.

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
An e- Tender for "**Miscellaneous work under Bidhannagar Municipal Corporation**" is being invited by Executive Engineer Deptt. Bidhannagar Municipal Corporation vide no. **NIT No. 1893/PWD(BMC), Dated: 04.03.2025 & E-Tender ID: 2025_MAD_822821_1 to 4**
Last date of Bid submission: 19.03.2025
details are available with office of Executive Engineer, Bidhannagar Municipal Corporation.
Please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি
প্রশাসনিক কারণে মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার রিলিজ এবং স্ক্র্যাপ সামগ্রী ডিসপোজালের জন্য ই-অকশন বিক্রয় ১৪.০৩.২০২৫ এবং ২৮.০৩.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে **১৭.০৩.২০২৫ এবং ২৯.০৩.২০২৫** তারিখে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুন : metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 21(2ND CALL)/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **3/3/2025 from 5.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **8/3/2025 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: 10/3/2025 after 12.00 PM. Details See In: **www.wbtenders. gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 14/2024-25 & 15/2024-25
Publishing & Submission Start Date: **3.3.2025 from 5.00PM.** Bid Submission Closing Date: **10.3.2025 up to 12.00 PM.** Bid Opening Date: **12.3.2025 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders. gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২৫৪-২৪-২৫। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের বালিগঞ্জ-বজবজ সেকশনে টালিগঞ্জ-নিউ আলিপুর স্টেশনের মাঝে ব্রিজ নম্বর বি/৯-এর মেরামতি ও বেয়ারিং পরিবর্তন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭০,১১,৫৯১.৫৩ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৪০,২০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৩.২০২৫ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **২৪.০৩.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।** (SDAH-371/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৪৫, তারিখঃ ২৮.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪২৭। কাজের বিবরণ ঃ** ৩৬ মাসের সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিসনে এলএইচবি ও নন-এলএইচবি ট্রেনসমূহের কোচ ও প্যান্ট্রি কারগুলিতে প্যান্ট্রি ইলেক্ট্রিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট-এর জন্য কারেক্টিভ মেইন্টেনন্স কন্ট্র্যাক্ট (সিএমসি)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪৯,১১,৮০৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ৯৮,২০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৩.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-644/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :-008/TBGP/2024-25 **Date: 04/03/2025**
Tender Id- A) 2025_ZPHD_822859_1 to 2025_ZPHD_822859_8
Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works **(Roads/Building)** from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
*** Information to bidders:**

Last date and time for downloading of tender documents	12/03/2025 up to 15.00 Hrs . (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	12/03/2025 up to 15.00 Hrs . (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	14/03/2025 after 15.00 Hrs . (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/047(e)/2024-25, Date: 03.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 5.
2. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/048(e)/2024-25, Date: 03.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 6.
3. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/049(e)/2024-25, Date: 03.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 7.
4. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/050(e)/2024-25, Date: 03.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 8.
5. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/051(e)/2024-25, Date: 03.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 9.
Documents download start date & Bid submission start date: **04.03.2025.** Bid Submission Closing Date: **17.03.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

সাধারণ ঘোষণা
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড-এর ধারা ১০২(১) এবং (২) অধীন
মেসার্স চন্দ্র প্রোটেকো লিমিটেড (U27109WB2004PLC100708)-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা শ্রীমতী অপর্না গুপ্তা-এরবিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম :	শ্রীমতী অপর্না গুপ্তা
২.	ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	ঠিকানা : ১২৭৫, ফেরেরা টাওয়ারস, মহাগুন মডার্ন, সেক্টর ৭৮, নয়ডা - ২০১৩০১ (ইউপি)
৩.	আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত	কেস আইবি-২৮৩(কেবি)/২০২২ নির্দেশ তারিখ ৩০.১০.২০২৪ (নির্দেশ গ্রহণের তারিখ ৩০.০৩.২০২৫)
৪.	প্রস্তাব পেশাদারের বিস্তারিত যার পক্ষে দাবি নথিভুক্ত	শ্রী শচীন গোপাল জাঠর IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - বি-১/৮, ইকেটিপি ফেজ ৩, ইকেটি, কলকাতা - ৭০০১০৭, পব ইমেল : sgjathar.ip@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারের সহিদ যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, ২/৬, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ পব ইমেল : aparnagupta.pg@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২৬.০৩.২০২৫
৮.	সংশ্লিষ্ট দাবি সম্বলিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	“ফর্ম বি” ওয়েব লিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সিপি(আইবি) নং ২৮৩(কেবি)/২০২২ **শ্রীমতী অপর্না গুপ্তা (ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স চন্দ্র প্রোটেকো লিমিটেড)এর ব্যক্তিগত দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ৩০.১০.২০২৪ (নির্দেশ গৃহীত ০৩.০৩.২০২৫)।**
শ্রীমতী অপর্না গুপ্তা (ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স চন্দ্র প্রোটেকো লিমিটেড)-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **২৬.০৩.২০২৫** তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর ১০৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টার টু কর্পোরেট ডেটর) রেগুলেশন ৭ অধীনে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
শচীন গোপাল জাঠর
প্রস্তাব পেশাদার
স্থান : কলকাতা আইবিবি আই রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968
তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫ এএফএ AA2/11968/02/311225/203548 বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৫ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

গৌতম সরকার

এর আগে আমার দৌড় বলতে ছিল ২৫০ কিলোমিটার ড্রাইভ করে বহরমপুর। সেটা ২০২৩ সালের কথা। গত পুজোর ছুটিতে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল মণিপুর। তবে তখন ওখানকার পরিস্থিতি আমাদের টিকিট ক্যানসেল করতে বাধ্য করল। কয়েকদিনের মধ্যে আর কোথাও যাওয়ার ব্যবস্থা করা দুষ্কর হয়ে উঠল। ট্রেনের টিকিট বিরল, ফ্লাইটের টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া এছাড়া হোটেলগুলোতেও 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। এখানে সেখানে চেষ্টা করতে করতে কপাল জোরে পুরীতে 'হোটেল জমিনদার প্যালেসে' একটা ঘর পেয়ে গেলাম। যেহেতু ট্রেনে কোনও টিকিট নেই, ওয়েটিং লিস্ট দুশো ছুঁয়েছে, ঠিক করলাম গাড়িতে যাবো। একটা

পরীক্ষা হয়ে যাক, আড়াইশো গেছি, পাঁচশোও কষ্টেসৃষ্টে পার করতে পারবো।

কলকাতা ছেড়েছিলাম ভোর পৌনে চারটায়। প্রথম টি-ব্রেক নিলাম কোলাঘাট পেরিয়ে, একটার পর একটা টোল গেট পেরিয়ে মাখনসদৃশ রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম খড়্গপুর শহরে ঢোকার বাঁদিকের পথ ছেড়ে সোজাপথ ধরে বালাসোরের দিকে গাড়ি এগিয়ে চলল আস্তে আস্তে পেরিয়ে গেলাম বালাসোর, ভদ্রক বালাসোরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাড়ি থেকে বানিয়ে আনা পরোটা-তরকারি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি, সঙ্গে রাস্তার পাশের দোকান থেকে চিনি ছাড়া দুধ চা এরপর কটক, ভুবনেশ্বর পেরিয়ে মাঝে একটা পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়িতে তেল ভরে মোটামুটি সাড়ে দশ ঘণ্টায় পুরী পৌঁছে গেলাম। সৌজন্যে অসম্ভব ভালো রাস্তা। যদিও পথে নয়খানা টোলে হাজার খানেক টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে, তবে এত সুন্দর রাস্তায় যেখানে ঘণ্টা প্রতি ১০০-১২০ কিলোমিটারের নিচে স্পিড নামানো মুশকিল, এই টাকাটা দেওয়াই যায়। এমনিতে পুজোর কারণে কদিন ধরে ঘুম কম হচ্ছিল, আর কাল রাত্রে সেভাবে ঘুমই হয়নি। তাই হোটেলে ঢুকে খাওয়ার পর একটু ঘুম দুজনেরই খুব জরুরি ছিল। তবে একবার ঘুমোলে যে উঠতে পারবো না সেটা বুঝে পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় সি-বিচ ধরে স্বর্গদ্বার পর্যন্ত হেঁটে এলাম। বিনা চিনির দুধ-চা, ঝালমুড়ি সাথে মদনমোহনের আস্বাদন নিয়ে সন্ধ্যেটা মন্দ কাটলোনা।

শেষবার পুরী এসেছিলাম ২০১৯ সালে। তার কয়েকমাস আগে ৩ মে ভয়ংকর ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় ফণীর আঘাতে উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সমুদ্রাঞ্চল পুরীর ক্ষতি হয়েছিল সবথেকে বেশি। সেইবার ফণীর ধ্বংসরর চিহ্ন নিজের চোখে দেখেছি। এবারে এসে দেখলাম, পুরী আস্তে আস্তে নিজেকে গুছিয়ে তুলেছে। মেরিন ড্রাইভ রোডের বহু হোটেল ভেঙে পড়েছিল, এখন তারা নতুন করে সেজে উঠেছে।

আমাদের হোটেল লাগোয়া গোল্ডেন বিচ। সমুদ্রতীর বরাবর আরও পশ্চিমে কিছুটা এগিয়ে গেলে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির প্রাতঃভ্রমণ সেরে হোটেলে ফিরে কিছুক্ষণ সমুদ্রস্নান আর কিছুটা সময় হোটেলের সুইমিং পুলে কাটিয়ে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সূর্যদেব পৃথ্বীবুকে বলকে বলকে জ্বলন্ত লাভা ঢেলে চলেছে, বাইরে বেরোলেই চাঁদি ফেটে যাওয়ার সমূহ ভয় তাই ভরা দুপুরে পুরীতে হোটেলের ঘরে বিশ্রামই বুদ্ধিমানের কাজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম স্বর্গদ্বারে। সমুদ্রের ধারে আধা ঘণ্টার কড়ারে দুটো চেয়ার ভাড়া করে বসে সন্ধ্যের দামাল সমুদ্রের অফুরন্ত সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

পরেরদিন ভোর ভোর উঠে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলাম। অসম্ভব ভিড়, এতবার পুরীতে এসেছি কিন্তু জগন্নাথদেবের মন্দিরে ভিড়ের এই আধিক্য এর আগে চোখে পড়েনি। বেলেপাথরে তৈরি জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকাল আনুমানিক ১১৬১ খ্রিস্টাব্দ। মন্দিরে চারটি প্রবেশদ্বার আছে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব বা প্রধান দ্বার এবং পশ্চিম দ্বার। উত্তর দিকের দরজাটির নাম হস্তি দ্বার, দক্ষিণ দিকের দরজাটি হল অশ্ব দ্বার, পূর্ব দিকেরটি সিংহ দ্বার, আর পশ্চিম দরজার নাম হল ব্যাঘ্র দ্বার। দক্ষিণ দ্বার দিয়ে ঢুকে পুজো ও দর্শন সেরে চত্বরের অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির এবং পাকশালা দেখে ফিরে এলাম।

বিকেলে একটা টোটো ধরে পৌঁছলাম মোহনায়। এদিকটায় প্রশাসনের নজর পড়েনি। পাঁচবছর আগেও পিচরাস্তা ছেড়ে মোহনায় যাওয়ার একটা পরিষ্কার রাস্তা ছিল, এখন সারা অঞ্চল আবর্জনায় ভরা। তবে আবর্জনা ঠেলে একবার গিয়ে পড়তে পারলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। এই মোহনায় ধৌদিয়া নদী এসে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন পশ্চিম আকাশ রক্তরঙে রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জেলেরা মোহনার জলে ঘূর্ণিজাল ফেলে মাছ ধরছে।

পুরীতে এসে খাজা না কিনে ফেরা অপরাধ বলে গণ্য হবে এখানকার সব খাজার দোকানই নৃসিংহ সুইটস, প্রায় পঞ্চাশটা দোকান চোখে পড়ল যারা দাবি করছে তারা সবাই অরিজিন্যাল নৃসিংহ। অগত্যা স্থানীয় অটোওয়ালার সাহায্যে একটা দোকান থেকে খাজা কিনে হোটেলে ফিরলাম। আজ আমাদের পুরীতে শেষ দিন কাল ভোরবেলা বেরিয়ে যাবো বিকেলে বেরিয়ে শেষবারের মত সমুদ্রদর্শন সেরে হোটেলে ফিরলাম।

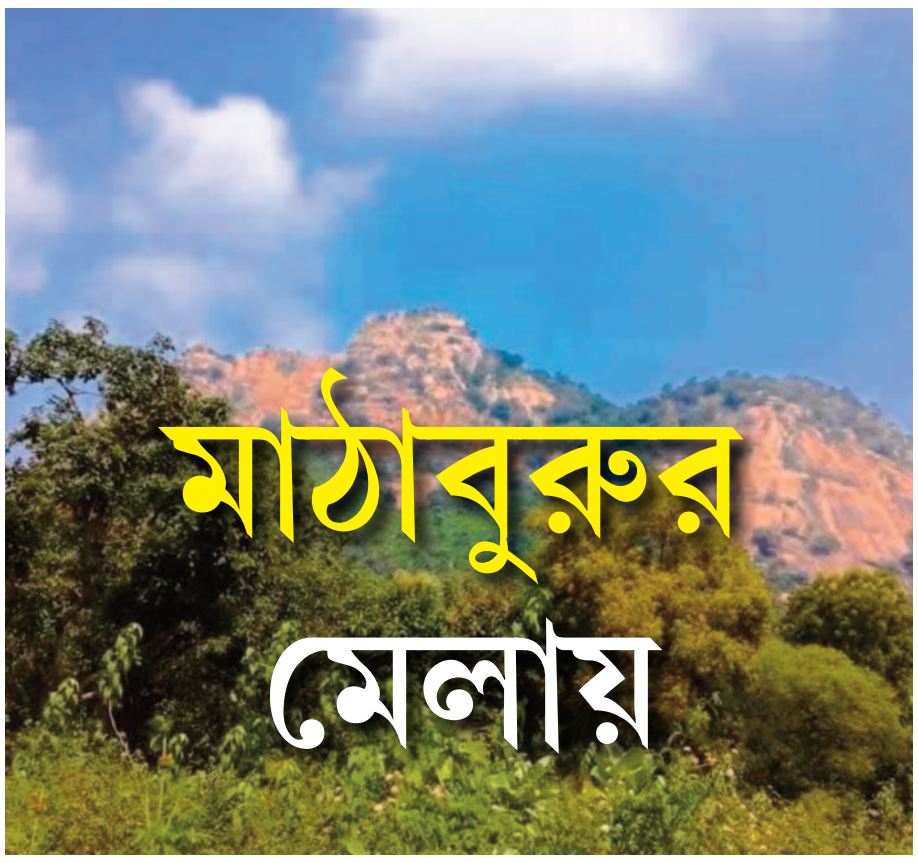

সাগর মাহাত

পুরুলিয়া জেলা প্রকৃতির অপরূপ রূপে সজ্জিত। ছটি ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভুত হয় এই জেলা। বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড়। সারা বছর ধরে পর্যটকদের আসা যাওয়া চলে। এখানকার মাটি রুখা মাটি। কিন্তু এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশ বিদেশের মানুষকে টেনে নিয়ে আসে। গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা করে মানুষ হারিয়ে যায় পুরুলিয়ার অপরূপ সৌন্দর্যে।

'বুরু' শব্দের অর্থ হল — পাহাড়। এখানে নানান রকমের গাছ দেখা যায়। মহুয়া, শাল, সেগুন, পলাশে মোড়া মাঠা বনাঞ্চলে রয়েছে মাঠা বনবাংলো। পর্যটকরা আগে থেকে বুকিং করে এখানে থাকতে পারেন। চাঁদনি রাতে হারিয়ে যেতে পারেন কোনো রূপকথার জগতে।

মাঠার বুকে ইতিহাস জ্বলজ্বল করছে। মাঠায় ১৯৬৮ সালে আশুতোষ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ছো নাচের আসর বসেছিল। সেখানে ১৯৮১ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত গম্ভীর সিং মুড়া মহিষাসুরের ভূমিকায় নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন। এখানেই লোয়াকুই গ্রামে বাস করেন নাচনী নাচের শিল্পী সরস্বতী দেবী।

মাঠাবুরুতে মেলা বসে ১লা মাঘ। আইখান জাতরার দিনে। এই দিন থেকেই নতুন করে সব কাজ শুরু করেন আদিবাসী মানুষেরা। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে মানুষ আসেন মেলায়। বাসে, ট্রেকারে উপছে পড়া ভিড়। মেলায় নানান রকমের জিনিস, স্থানীয় খাবার বিক্রি হয়। ভিজাভাজার স্বাদ এককথায় অসাধারণ। পাহাড়ের নিচে যেমন মেলা বসে তেমনি পাহাড়ের উপরেও মেলা বসে। দম নিয়ে পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে উপরে উঠতে পারলে দেখতে পাবেন পাহাড়ের ঢেউখেলানো সারি। আহা! চোখ জুড়িয়ে যায় প্রকৃতির ওই শোভা দেখে। পাহাড়ের উপরে প্রকৃতির পুজো হয়। বড় বড় পাথর চারিদিকে। পুজোর পর বলিও হয়। যারা মাঠার মেলায় আসবেন তাদের খুব সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা হবে একথা হলফ করে বলতে পারি। পাহাড়ে উঠলে আর নামতে ইচ্ছে করবে না। তবু নামতে হবে। সূর্য যত পশ্চিমে ঢলে পড়বে ততই মাঠাবুরু মেলা চত্বর ফাঁকা হতে থাকবে। সেই ফাঁকা মেলা প্রাঙ্গনে দাঁড়ালে মনে হবে- মেলা শেষ হয়নি এখনো। ওই তো পাহাড়ে দলে দলে মানুষের উঠানামা চলছে। সেই মায়াবি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে হবে নিজের যেন পুনরুদ্ভব হয়েছে।

পর্যটকরা আসেন অযোধ্যা পাহাড়ে। কেবল অযোধ্যা পাহাড় অংশটুকুই ভ্রমণ করেন। অথচ বাগমুন্ডি পর্বতমালার অযোধ্যা পাহাড়ের কোলেই রয়েছে মাঠা বনাঞ্চল, মাঠাবুরু। পর্যটকদের বেশিরভাগই এই মাঠা বনাঞ্চল ঘুরে দেখেন না। নীল আকাশের নীচে মাঠার সৌন্দর্য এমনই যে যেকোনো পর্যটকের হৃদয়, মনকে নিমেষে মুক্তি দিতে পারে। প্রকৃতির মাঝেই তো রয়েছে ঈশ্বর। আর সেই ঈশ্বর দর্শন করা যায় মাঠাবুরুতে।

মাঠাবুরুর নীচেই মাঠা বনাঞ্চল।

কীভাবে আসবেন

হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে বরাভূম স্টেশনে নেমে গাড়িতে মাঠা আসা যায়। ১লা মাঘ এসে মেলা দেখতে পাবেন। বাকি সময় মাঠা কোলাহলশূন্য থাকে।